রাঁচি, মঙ্গলবার
18:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>274 >>01 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৭৪ >> << ০১লা, শ্রাবণ ১৪৩০>>

আলাস্কা উপদ্বীপ অঞ্চলে ৭ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প

আলাস্কা ঃ শনিবার পরের দিকে একটি ৭ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প আলাস্কায় সুনামির সম্ভাবনা তৈরি করে, তবে এক ঘণ্টা পরে সেই সংক্রান্ত সতর্কতা বাতিল করা হয়েছিল। পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলো একথা জানায়। আলাস্কা ভূমিকম্প কেন্দ্রের মতে, ভূমিকম্পটি অ্যালেউটিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কান উপদ্বীপ এবং কুক ইনলেট অঞ্চল জুড়ে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিও অনুসারে, আলাস্কার কোডিয়াকে সাইরেন বাজিয়ে সম্ভাব্য সুনামির বিষয়ে সতর্ক করেছিল। গভীর রাতে লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্টে লিখেছে, ভূমিকম্পটি স্যান্ড পয়েন্টের ১০৬ কিলোমিটার (৬৫ দশমিক ৮ মাইল) দক্ষিণে শনিবার ১০ঃ৪৮ মিনিটে সংঘটিত হয়েছে। ভূমিকম্পটি প্রাথমিকভাবে ৭ দশমিক ৪ মাত্রার বলে রিপোর্ট করা হয়েছিল তবে কিছুক্ষণ পরেই তা ৭ দশমিক ২-এ নেমে আসে। ইউএস ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস সুনামি অ্যাডভাইজরি পাঠিয়ে বলেছে, ভূমিকম্পটি ১৩ মাইল (২১ কিলোমিটার) গভীরতায় ঘটেছে। এজেন্সি প্রথম সতর্কতার প্রায় এক ঘণ্টা পরে তা বাতিল করে।

বাজার দর

SENSEX : 66589.93 +529.03
NIFTY : 19711.45 +146.95

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .37 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .12 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলায় ভারত সফরে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি

গান্ধীনগর ঃ বেইজিং সফরের পর যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি জ্যানেট ইয়েলেন নয় মাসের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো ভারতে গেলেন। এবারের সফরে তিনি ঋণ খেলাপির ক্রমবর্ধমান হুমকির মতো বিশ্বব্যাপী নিম্ন আয়ের দেশগুলোর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের বিষয়ে জি টোয়েন্টির অর্থমন্ত্রীদের সাথে মিলিত হবেন। ইয়েলেন তার সফরকালে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। তিনি দ্রব্যের চাহিদা ও জোগানের বিষয়ে নির্ভরযোগ্যতা, পরিবেশ বান্ধব জ্বালানী পরিবহন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতার অন্যান্য বিষয় মোকাবেলার জন্য ভিয়েতনামের হ্যানয়ে একটি যাত্রা বিরতি করার পরিকল্পনা করেছেন। ভারতে ইয়েলেনের সফরের অন্যতম লক্ষ্য অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঋণ পুনর্বিন্যাসের জন্য চাপ দেয়া, বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিকে আরও জলবায়ুকেন্দ্রিক করতে আধুনিকীকরণের জন্য চাপ দেয়া এবং ক্রমবর্ধমান যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ককে আরও গভীরতর করা। চীনের সাথে উত্তেজনার সময়ে ইয়েলেনের ঘন ঘন ভারত সফর সেই সম্পর্কের গুরুত্বেরই ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে, রাশিয়ার সাথে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কও আরও গভীর হচ্ছে, কারণ ইউক্রেনে ক্রেমলিনের আগ্রাসন অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্র দেশগুলির নিষেধাজ্ঞা এবং রাশিয়ার অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ভারত রাশিয়াকে শাস্তি দেওয়ার প্রচেষ্টায় অংশ নেয়নি এবং রাশিয়ার তেলের মূল্য নির্ধারণে সাতটি গ্রুপ সম্মত হওয়া সত্ত্বেও সেই দেশের সাথে জ্বালানী বাণিজ্য বজায় রাখে, যা রাশিয়ার শ্লথ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য করেছে। তবুও, যুক্তরাষ্ট্র ক্রমবর্ধমানভাবে ভারতের উপর নির্ভর করছে এবং দেশটির নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সম্মান জানিয়ে হোয়াইট হাউজে একটি রাষ্ট্রীয় সফরের আযোজন করেন, যা দুই দেশের সম্পর্ককে জোরদার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। দুই নেতা সেসময় উচ্চারণ করেন, যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক এর আগে কখনই এতোটা শক্তিশালী ছিল না, এছাড়া মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফরে দেশ দুটির মধ্যে নতুন বেশ কিছু ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ভারত সফরের আগে, ইয়েলেন চীনে এক সপ্তাহ কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি দেশটির অর্থ মন্ত্রকের সাথে দেখা করেন এবং পারস্পরিক বাণিজ্য বিধিনিষেধ এবং জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করেন। হাডসন ইনস্টিটিউটের একজন সিনিয়র ফেলো হ্যারল্ড ডব্লিউ ফার্চটগট-রথ বলেছেন, ইয়েলেনের ভারত সফর স্বাভাবিকভাবে তৈরি জোটের প্রতিফলন।

মহারণে ২৬ বিরোধী দল বনাম এনডিএর ৩০ দল

নয়া দিল্লি ঃ পাটনার পর এবার বেঙ্গালুরু। ভোট কৌশল ঠিক করতে বিরোধী শীর্ষনেতাদের বৈঠক। এনডিএর বৈঠক মঙ্গলবার। লোকসভা নির্বাচনের জোট প্রস্তুতি তুঙ্গে উঠেছে। বেঙ্গালুরুতে কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে ২৬টি বিরোধী দলের শীর্ষনেতারা সোমবার বৈঠকে বসছেন। এই বৈঠকেই ঠিক হতে পারে বিরোধী জোটের নাম কী হবে? ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি এখন তৈরি করতে কোনো সাব কমিটি করা হবে কি না।

এই বৈঠকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু আপের শর্ত ছিল, কংগ্রেসকে আগে জানাতে হবে, দিল্লির প্রশাসনিক উচ্চপদে আমলাদের নিয়োগ করার ক্ষমতা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে দেয়া নিয়ে মোদী সরকার যে অর্ডিন্যান্স এনেছে, তার বিরুদ্ধে তারা সংসদে ভোট দেবে।

সংসদীয় দলের বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনার পর কংগ্রেস জানিয়েছিল, তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী যে কোনো পদক্ষেপের বিরোধিতা করবে। কিন্তু এই কথায় কেজরিওয়াল খুশি হননি। তখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগাযোগ করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে। তারা তাকে বোঝান, স্পষ্টভাবে অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করার কথা যেন কংগ্রেস ঘোষণা করে। নাহলে বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরবে। আপ বৈঠকে যোগ দেবে না। তার দায় কংগ্রেসের উপর পড়বে। এই বোঝানোতে কাজ হয়। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল এরপর জানিয়ে দেন, কংগ্রেস ওই অর্ডিন্যান্সের বিরোধী। এই অর্ডিন্যান্স নিয়ে যখন বিল আসবে, তখন কংগ্রেস অবশ্যই তার বিরোধিতা করবে। এই ঘোষণার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই কেজরিওয়াল জানিয়ে দেন, আপ বৈঠকে যোগ দেবে।

বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এম কে স্তালিন, নীতীশ কুমার, তেজস্বী যাদব, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, হেমন্ত সোরেন, উদ্ধব ঠাকরে, শরদ পাওয়ার, সুপ্রিয়া সুলে, ওমর আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি, সীতারাম ইয়েচুরিসহ আরো অনেক নেতা।

উদ্ধবের দলের নেতা সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, ''ইভিএম এবং আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হবে। কথা হবে জোটের নাম নিয়েও।''

এই বৈঠক দুইদিন ধরে চলবে। সোমবার সন্ধ্যায় একবার বৈঠক হবে। তারপর সোনিয়া গান্ধী বিরোধী নেতাদের নৈশভোজে ডেকেছেন। মঙ্গলবার বৈঠক চলবে।

বেঙ্গালুরুতে তাজ ওয়েস্ট এন্ডে এই বৈঠক হবে। হোটেলের সামনেই বিশাল ব্যানার লাগানো হয়েছে। তাতে মমতা, কেজরিওাল, নীতীশ, পাওয়ারসহ ২৪টি বিরোধী দলের নেতাদের ছবি রয়েছে। তারা একসঙ্গে কীভাবে লোকসভা নির্বাচনে লড়বেন, তা দেখার জন্য মানুষের একটা আগ্রহ আছে। বিরোধী নেতারা ঠিক করেছেন, তারা বিরোধের বিষয়গুলিকে পাশে সরিয়ে রেখে মতৈক্যের বিষয়গুলি নিয়েই এখন চলবেন।

মঙ্গলবার বিরোধীরা যখন বেঙ্গালুরুতে বৈঠকে ব্যস্ত থাকবেন, তখন দিল্লিতে বসবে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএর বৈঠক। এনডিএতে এখন ২৪টি দল আছে। আরো ছয়টি দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তার মধ্যে আছে চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি, জিতনরাম মাঝির হাম, উপেন্দ্র কুশ্বাহার রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টি, মুকেশ সাহনির বিকাশশীল ইনসাফ পার্টি। বিজেপির বাকি শরিদকদের মধ্যে বড় দল বলতে এআইএডিএমকে ও শিবসেনা(শিন্ডে)। এছাড়া আছে, পিএমকে, আপনা দল, অকালি দল(ঢিন্ডসা), অগপ, আজসুর মতো একগুচ্ছ দল। তাছাড়া এনডিপিপি-সহ উত্তরপূর্বের প্রচুর দল এনডিএতে আছে। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত থাকবেন।

একই দিনে দুইটি প্রধান জোটের বৈঠক হবে। এরপর লোকসভা নির্বাচনের জোটছবি বেশ কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে।

ভাগনার বিদ্রোহের পর রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীতে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল ঃ ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দপ্তর

লন্ডন ঃ গত মাসে ভাগনার গ্রুপের বিদ্রোহের পর রাশিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিভ্রান্তি এবং আলোচনার সম্মুখীন হয়। রবিবার ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ সংক্রান্ত তাদের দৈনিক গোয়েন্দা আপডেটে একথা জানায়। টুইটারে পোস্ট করা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তবে এখন ভাড়াটে গোষ্ঠীর ভবিষ্যতের জন্য একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভের সম্ভাব্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করছেন না। এই চুক্তির মেয়াদ সোমবার শেষ হতে চলেছে। শুক্রবার জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস রাশিয়ার কৃষি ব্যাংকের একটি সহায়ক সংস্থাকে রোসেলখোজব্যাংককে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট ব্যাবস্থার সাথে সংযুক্ত করার বিনিময়ে কৃষ্ণ সাগর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পুতিনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন কিন্তু পুতিনের দিক থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। রাশিয়া বলেছে, চুক্তিটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ হলে তবেই তারা চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিতে রাজি হবে। শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করতে কিয়েভে একটি আচমকা সফর করেন। তিনি ঘোষণা করেন, গত বছরের ১০ কোটি ডলারের সহায়তা প্যাকেজের পর সিউল এই বছর ইউক্রেনের জন্য সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১৫ কোটি ডলারে উন্নীত করবে। ইউন আরও বলেন, সিউল ইউক্রেনের অবকাঠামো প্রকল্পে কিয়েভকে সহযোগিতা করবে। রাশিয়া এবং ইউক্রেন শনিবার জাপোরিঝিয়া অঞ্চলের একটি গ্রামে গোলাগুলিতে তিনজন বেসামরিক নাগরিকের আহত হওয়ার ঘটনার জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করেছে। গত বছর মস্কো যে চারটি অঞ্চল অধিগ্রহণ করেছে বলে দাবি করেছিল এটি তার মধ্যে একটি। তবে এটি রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

মিয়ানমারের প্রতিরোধ গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অপ্রাণঘাতী অস্ত্র এবং মানবিক সহায়তা চাইছে

নেপিদোঃ মিয়ানমারের সশস্ত্র প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে ড্রোন, সাঁজোয়া যান এবং রাডার জ্যামিং গিয়ারের জন্য অর্থসহ দেশটির সামরিক শাসনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তাদের সহায়তা করার জন্য ৫০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের মানবিক এবং অপ্রাণঘাতী সহায়তা চেয়েছে। মিয়ানমারের অন্য একটি নাম ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ২০২৩ অর্থবছরের জন্য একটি ব্যাপক প্রতিরক্ষা বাজেটের অংশ হিসেবে ডিসেম্বরে কঠোর সামরিক জবাবদিহি আইনের মাধ্যমে বার্মা একীকরণ বা বার্মা আইন পাস করে যা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। আইনটি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে জান্তা প্রতিরোধকারী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে অপ্রাণঘাতী সহায়তা করার অনুমোদন দেয়। কিন্তু এর জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কয়েকটি এখন কংগ্রেসকে আগামী অর্থবছরে মিয়ানমারের জন্য ৫২ কোটি ৫০ লাখ ডলার বরাদ্দ করতে বলছে। এর মধ্যে ২০ কোটি ডলার অপ্রাণঘাতী অস্ত্র সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মোট পরিমাণ সাধারণ সাহায্য এবং উন্নয়নের জন্য গত বছর মিয়ানমারের জন্য অনুমোদিত ১৩ কোটি ৬০ লাখ ডলারের প্রায় মোট চারগুণ হবে। অনুরোধটি মিয়ানমারের জাতীয় ঐক্য সরকার নামের নির্বাসিত একটি ছায়া প্রশাসন এবং সহযোগী জাতিগত সংখ্যালঘু বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর ত্রয়ী থেকে এসেছে। তাদের শত শত ছোট, স্থানীয় মিলিশিয়াসহ মিয়ানমারের প্রায় অর্ধেক গ্রামাঞ্চলের সম্পূর্ণ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে মনে করা হয়। দলগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে সামরিক সহায়তা চেয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।অভ্যুত্থানের পর থেকে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে বলে অনুমান করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৩ হাজারের বেশি বেসামরিক মানুষ রয়েছে।

পরিবেশ

টিকে থাকা ও বিলুপ্ত হওয়া কোনো প্রজাতিকে তাদের জেনেটিক কোড দিয়ে চেনা যায়

বিলুপ্ত প্রাণী ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

কলকাতা ঃ প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে বিলুপ্ত হওয়া একটি পাখি ডোডো। সেই পাখিকে আবারও ফিরিয়ে আনতে চাইছেন বিজ্ঞানীরা। ডোডো ছাড়াও লোমশ ম্যামথ বা হাতি এবং তাসমানিয়ান বাঘ ফিরিয়ে আনতে চান তারা। কিন্তু কাজটি এত সহজ নয়।

'ডেড এজ এ ডোডো' বলতে বোঝায়, চিরদিনের জন্য চলে গেছে যা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবে ভবিষ্যতে হয়ত আর এই কথাটি বলা যাবে না।

ভারত মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত মরিশাসে একসময় ডোডোরা ছিল। তারা পাখি হলেও উড়তে পারতো না। ১৬ শতকে মরিশাসে ইউরোপীয় জাহাজ আসার পর নানান শিকারিদের খপ্পরে পড়ে ডোডোরা। ফলে ৭০ বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায় পাখিটি। বিজ্ঞানীরা এখন তাদের ফিরিয়ে আনতে চাইছেন।

এভুলিউশনারি জেনেটিসিস্ট বেঞ্জামিন ভ্যার্নট বলেন, ''প্রযুক্তির কথা ভাবলে মনে হবে, এটা যেন একটা মজার প্রকল্প। এটা আসলে খুবই উচ্চাকাঙ্খী একটা প্রকল্প। কখনো সফল হবে কিনা, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় ডোডোর মতো দেখতে একটা কিছু তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি নিশ্চিত নই, তারা আসল ডোডো ফিরিয়ে আনতে পারবেন কিনা।''

কলোসাল বায়োসায়েন্সেস কোম্পানির বিজ্ঞানীরা ডোডো ছাড়াও লোমশ ম্যামোথ বা হাতি এবং তাসমানিয়ান বাঘ ফিরিয়ে আনতে চান। কিন্তু কাজটি এত সহজ নয়।

কলোসাল বায়োসায়েন্সেস কোম্পানির কর্মকর্তা টম গিলবার্ট জানান, ''অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ, যার সমাধান করতে হবে তা হলো, একটি জীবের অনেকগুলো মিউটেশন আসলে কীভাবে একে অপরের উপর নির্ভর করতে পারে, তা নির্ধারণ করা। আপনি হয়ত একটি জিন পরিবর্তন করতে চাইতে পারেন, অর্থাৎ একটি ফিনোটাইপ দেওয়ার জন্য একটি মিউটেশন। এটা সরাসরি কাজ করতে পারে। এছাড়া আরও অনেক অজানা সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আপনাকে পরিবর্তন করতে হবে।''

টিকে থাকা ও বিলুপ্ত হওয়া কোনো প্রজাতিকে তাদের জেনেটিক কোড দিয়ে চেনা যায়, যা ডিএনএতে লেখা থাকে। একটি প্রাণীর বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে তার আচরণ কেমন হবে, সব নির্ধারণ করে এই কোড। তাই বিলুপ্ত প্রাণী ফিরিয়ে আনার একটি উপায় হতে পারে, সংরক্ষিত নমুনা থেকে ডিএনএ নিয়ে কাছাকাছি কোনো প্রজাতির ডিম্বাণুতে বসানো, এবং তারপর সেই ডিম একটি সারোগেটে ইমপ্ল্যান্ট করা।

তবে ক্লোনিং নামের এই প্রক্রিয়া ডোডো ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কাজ করবে না।

টম গিলবার্ট বলেন, ''দুর্ভাগ্যবশত, দুটি কারণে আমরা ক্লোনিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবো না। প্রথমত, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ক্লোনিং করা বিষয়টি শুনতে যতটা সহজ মনে হয়, আসলে ততটা নয়। এছাড়া বেঁচে আছে এমন কোনো ডোডো নেই, যার ভেতরে ছোট ডোডো বসানো যাবে। দ্বিতীয়ত, কোনো প্রজাতির ক্লোনিং করতে আপনার কার্যকর কোষ লাগবে, যা এখনও জীবিত। কিন্তু আমাদের কাছে এমন কোনো উপাদান নেই। ফলে ডোডো ফিরিয়ে আনতে ক্লোনিং করা সম্ভব নয়।''

মৃত্যুর পর জীবন্ত কোষগুলো পচে যেতে থাকে। ডিএনএও ভেঙে ছোট ছোট অংশে পরিণত হয়। সংরক্ষিত নমুনায় যা আছে, তা দিয়ে বিলুপ্ত হওয়া জেনেটিক কোড জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যখন বিজ্ঞানীরা এই কাজ করা শুরু করবেন তখন সবসময়ই এমন কিছু ফাঁকা জায়গা থেকে যাবে, যা কখনও পূরণ করা যাবে না।

কলোসাল বায়োসায়েন্সেস কোম্পানি তাই অন্য একটি পথ অনুসরণ করছে। তারা বিলুপ্ত প্রাণীর সবচেয়ে কাছাকাছি প্রাণীর ডিএনএ নিয়ে কাজ করছে। যেমন, লোমশ ম্যামোথের জেনেটিক কোডের সাথে এশিয়ান হাতির কোডের ৯৯ শতাংশের বেশি মিল আছে। সে কারণে বিজ্ঞানীরা একটি হাতির কোষের ডিএনএ নিয়ে কাজ করছেন এবং তার সঙ্গে ম্যামোথের জিন যোগ করছেন। তারা আশা করছেন, এর ফলে যে ভ্রুণ তৈরি হবে সেটা পরে শিশু হাতিতে পরিণত হবে যে হাতিতে ম্যামোথের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে, যেমন ছোট কান বা লোমশ শরীর। কিন্তু এটা কি আসলেই ম্যামোথ?

টম গিলবার্ট বলেন, ''ম্যামথ ফিরিয়ে আনায় সাফল্য বলতে যদি আপনি বিলুপ্ত হওয়ার সময় ম্যামোথ দেখতে যেমন ছিল, ঠিক তেমন ম্যামথ চান, তাহলে সম্ভবত আপনি কখনও সফল হবেন না। সাফল্য বলতে যদি আপনি এমন হাতি চান, যার শরীরে চুল থাকবে এবং যেটি শীতে টিকে থাকতে পারে, তাহলে সফলতা অর্জন অনেক সহজ হবে।''

ফলে ডোডো, লোমশ ম্যামথ বা তাসমানিয়ান বাঘের মতো দেখতে জিন সম্পাদিত প্রাণী পেতে অনেক বৈজ্ঞানিক বাধা পেরোতে হবে। তবে সম্ভবত সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হচ্ছে ঃ ধরে নিলাম আমরা পারবো কিন্তু তা কি করা উচিত?

রাতভর ভারী বৃষ্টি,জলমগ্ন ধূপগুড়ি পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পুরসভার কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সমস্যায় নগরবাসী।রাতভর ভারী বৃষ্টির ফলে ধূপগুড়ি পৌরসভার ৩,১১,১৪,১৫ নং ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকায় রাস্তার উপরে হাঁটু জল এবং বাড়িতে বাড়িতেও জল ঢুকে পড়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। মায়ের থান সংলগ্ন ধূপগুড়ি ফালাকাটা জাতীয় সড়কের উপর জল আকটে পড়ায় সমস্যায় পথ চলতি সাধারণ মানুষ।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় ভুগছেন তারা। স্থানীয় পৌর প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকবার পুর প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বলে অভিযোগ কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা খারাপ থাকার ফলে জল আটকে যাচ্ছে এলাকাগুলিতে। ফলে চরম সমস্যায় এলাকাবাসীরা। স্থানীয়রা চাইছেন দ্রুত এর সমস্যা সমাধান করুক পৌর প্রশাসন না হলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে তাদের।যদিও এ বিষয়ে পুরসভার তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

অবশেষে রাজ্যসভার দলের মনোনীত প্রার্থী হলেন প্রকাশ চিক বড়াইক

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার থেকে এই প্রথমবার রাজ্য সভায় প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন কোনো তপশিলি উপজাতির মানুষ। তিনি প্রকাশ চিক বড়াইক। বর্তমানে তিনি আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। চা বাগানের একজন কর্মী থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য। এরপর দলের জেলা সভাপতির দায়িত্ব। অবশেষে রাজ্যসভার দলের মনোনীত প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক। সোমবার প্রকাশের প্রার্থী হওয়ার খবর জানাজানি হতেই জেলার শাসক শিবিরে শুভেচ্ছার বন্যা বইতে থাকে।প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'দল যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। আগামী দিনেও দলের একজন অনুগত সৈনিক হিসেবে কাজ করে যাব।' দলের জেলা চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী জানিয়েছেন, এই প্রথম আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে রাজ্যসভার সাংসদ প্রার্থী হিসেবে একজনের নাম উঠে এলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী সমাজের মানুষের প্রতি এবং তাঁদের উন্নয়নের দিকে যে বিশেষ নজর রাখেন প্রকাশকে প্রার্থী করা সেটাই প্রমাণ করলো।

গভীর রাতে গণণা কেন্দ্রের থেকে আনুমানিক ১ কিলোমিটার দূরে বোমা বিষ্ফোরণের শব্দে কেপে ওঠে এলাকা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়

উত্তর দিনাজপুর গভীর রাতে গণণা কেন্দ্রের থেকে আনুমানিক ১ কিলোমিটার দূরে বোমা বিষ্ফোরণের শব্দে কেপে ওঠে এলাকা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। একটি তাজা বোমা বলে সুত্রের খবর। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ ব্লকের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ওভারল্যান্ড কলোনীতে। সোমবার সকালেই এলাকায় গিয়ে দেখা যায় আতঙ্কে আছেন সাধারণ মানুষ। কলোনীর একটি পরিতক্ত ঘরে দেখা যায় ফেটে যাওয়া বোমার অংশ পড়ে আছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন তারা আতঙ্কে আছেন, রাত ১ টা নাগাদ এলাকায় প্রথম বিস্ফরণ হয়। পুলিশ এসে বেশ কিছু সময় ধরে এলাকায় তল্লাশী চালায়। অভিযোগ ভোর ৩ টা নাগাদ ফের ১ টি বিষ্ফোরণ ঘটে এলাকায়। সব মিলিয়ে পুনর্নির্বাচনের দিনও বোমার আতঙ্কেই রইলেন সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক মহলের ধারনা রবিবার রাতভর রায়গঞ্জের গননা কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স বদলের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় গণনা কেন্দ্রের সামনে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। গণনা কেন্দ্রের সামনে হাজির হয় বিরোধী দলের নেতারা এবং সমর্থকরা। সেই সময় কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্র ছায়ায় থাকা দুস্কৃতিরা আতঙ্ক ছড়াতেই বোমাগুলি ফাটিয়েছিলো।

কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে স্ট্রংরুমে দখল করেছে বিরোধীরা

মালদা ঃ কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে স্ট্রংরুমে দখল করেছে বিরোধীরা, এমনই খবর জানতে পেরে রবিবার গভীর রাতে মোথাবাড়ি হাইস্কুলের ছুটে যান রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং মোথাবাড়ি এলাকার জেলা পরিষদের তৃণমূল প্রার্থী হেসামুদ্দিন আহমেদ । কিন্তু বিরোধীদলের আশ্রিত দুস্কৃতীরা গভীর রাতে পরিকল্পনা করেই মন্ত্রীর গাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয় গাড়ির কাঁচও। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ তার সাথে থাকা আরো দুই তৃণমূল প্রার্থী। এই পরিস্থিতিতেই রাতেই মোথাবাড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও সিআরপিএফ জওয়ান নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। পরে ঘটনাস্থলে মালদা থেকে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা তদন্তে পৌঁছান। এই ঘটনায় চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে মালদায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে একচ্ছত্র সন্ত্রাস চালাচ্ছে কংগ্রেস, সিপিএমের জোট এবং বিজেপি। মানিকচকে খুন করা হলো দলের এক কর্মীকেও। এরপরে এখন ওরা স্ট্রং রুম দখল নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে মোথাবাড়ি হাইস্কুলের স্ট্রং রুমে যেতে গেলেই বিরোধী দলের আশ্রিত দুস্কৃতীরা আমার গাড়ির ওপর হামলা চালায়। বিষয়টি রাজ্য প্রশাসন কেও জানানো হয়েছে।রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, রবিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমার কাছে খবর আছে মোথাবাড়ি হাইস্কুলে যেখানে স্ট্রং রুম করা হয়েছে, সেখানে বিরোধীদলের অনেকেই ঢুকে পড়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কি করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা স্ট্রংরুমে ঢুকলো, তা জানতেই আমি মোথাবাড়ি জেলা পরিষদের প্রার্থীকে নিয়ে গাড়ি করে ঘটনাস্থলে যায়। তখনই বিরোধী দলের আশ্রিত একদল দুষ্কৃতী আমার গাড়ির ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। ভেঙে দেওয়া হয় গাড়ির কাঁচ । এই ঘটনায় এলাকার কংগ্রেস আশ্রিত দুস্কৃতীরা মূলত যুক্ত ছিল। তাদেরকে মদত জুগিয়েছে সিপিএম এবং বিজেপি।মন্ত্রী আরো জানিয়েছেন, মোথাবাড়ি হাইস্কুলের ওই স্ট্রংরুমে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর দায়িত্বে যারা ছিলেন, তারা হিন্দিভাষী। ঠিকমতো কথা বুঝতে পারছিলেন না। কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনীদের কাছে জানতে চাই যে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা কি করে স্ট্রংরুমে ঢুকলো। এরপর বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে ফোন করে জানানো হয়। পরে প্রশাসন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু এখানে বিরোধীরায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে। অথচ আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক ইশাখান চৌধুরী বলেন, মন্ত্রীর এসব বানানো গল্প । আসলে ওই দিন গভীর রাতে স্ট্রংরুম দখল করতে গেছিল মন্ত্রী এবং তার দলবল। সাধারণ মানুষ বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এরপরই মন্ত্রীর গাড়িকে ধাওয়া করে। নিজের দোষ থাকতে এখন ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।এদিকে মন্ত্রীর গাড়িতে হামলার ঘটনার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ।

তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জির সাথে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেস কর্মীদের সাথে যদিও উভয়পক্ষকেই পুলিশ সরিয়ে দেয়

মালদা মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জির সাথে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেস কর্মীদের সাথে যদিও উভয়পক্ষকেই পুলিশ সরিয়ে দেয়। জানা যায় রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের দেবীপুর অঞ্চলের ৪৫ নম্বর বুথে সকাল থেকেই ভোট কর্মীরা না থাকার ফলে ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল দুপুর ১১৩০ পর ভোট কর্মীরা, সঙ্গে করে বুথে নিয়ে আসার অভিযোগ উঠল মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সমর মুখার্জি বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন বিধায়ক সমর মুখার্জি। পুনর্নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকের ভোট পর্ব শুরু হয়েছে রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের দেবীপুর অঞ্চলের ৪৫ নম্বর বুথে ভোট কর্মীরা না আসার ফলে ভোট পর্ব দীর্ঘক্ষণ ধরে বন্ধ থাকে। মালদা জেলা কংগ্রেসের ২৪ আসনের জেলা পরিষদ জোট প্রার্থী অংশু মিতা সাহার বাবা প্রদীপ সাহা, তিনি অভিযোগ করে বলেন সকাল থেকেই ৪৫ নম্বর বুথে ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল আমরা বারবার করে ব্লক প্রশাসনকে বলা সত্ত্বেও এখানে ভোট প্রক্রিয়া শুরু করতে ভোট কর্মীদের আসেনি তারপর কিছুক্ষন পর দেখি রতুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সমর মুখার্জি তিনি আষাঢ় সঙ্গেই ভোট কর্মীরা এই বুথে আসেন। সাড়ে ১১ টার সময় ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়। আমাদের প্রশ্ন কেন সকাল থেকে ভোট কর্মীরা এই ভুতে আসেননি ভোট নিতে আর কেনই বা বিধায়ক তথা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি আসার পরে ভোট কর্মীরা এই বুথে ভোট দিতে আসলেন।যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জী জানান আমার সাথে ভোট কর্মীরা আসেনি এই বুথে জোট প্রার্থীরা ভোট হতে দিচ্ছিল না। তারা ষড়যন্ত্র করছিল আমি আসার পরই ভোট কর্মীরা এসেছে এবং ভোট প্রক্রিয়া সুস্থভাবে শুরু হয়েছে।

বাগডোগরার সন্ন্যাসী বাগানে টিপুখোলা নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু কিশোরের

আলিপুরদুয়ার ঃবাগডোগরার সন্ন্যাসী বাগানে টিপুখোলা নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। মঙ্গলবার নদী থেকে উদ্ধার করা হয় দেহ। জানা যায় ওই কিশোরের নাম অভিকৃষ ঢুং ঢুং, বয়স ১৭। স্থানীয় সূত্রে খবর সোমবার বিকেলে তিন বন্ধু মিলে সন্ন্যাসী বাগান সংলগ্ন টিপোখোলা নদীতে স্নান করতে যায়। সেই সময় হঠাৎ অভিকৃষ জলে ডুবতে থাকে। তার সঙ্গীরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও শেষ অব্দি তাকে আর ধরে রাখতে পারেনি। পরবর্তীতে, পুলিশ ও গত্তঞ্জ্ঞ এর টিম এসে তল্লাশি শুরু করে। রাত অবধি চলে তল্লাশি কিন্তু তার খোঁজ মেলে না। মঙ্গলবার, ফের শুরু হয় তল্লাশি। অবশেষে মঙ্গলবার তার দেহ উদ্ধার হয়। জানা যায় এই কিশোর গদাধরপল্লীতে তার আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে এসেছিল। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে যায় পুরো এলাকায়।

শিলিগুড়ির শালুগাড়া থেকে গ্রেপ্তার এক ভুয়ো আর্মি অফিসার

শিলিগুড়ি ঃ শালুগাড়া এলাকা থেকে একজন ভুয়ো আর্মি অফিসারকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় ভক্তিনগর থানায়।

জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি সিকিমের গ্যাংটকের বাসিন্দা। তার নাম ডালচাঁদ বার্মা। দীর্ঘদিন থেকে এই ব্যক্তি আর্মি অফিসার সেজে ঘুরে বেড়াতো। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে শালুগাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার, ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

চিকিৎসক খুনে গ্রেপ্তার কংগ্রেস শিক্ষক নেতা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ নলহাটির চিকিৎসক বিজেপি নেতা মদনলাল চৌধুরী খুনে নলহাটি শহর কংগ্রেস সভাপতি শিক্ষক রাজেশ শেখ ওরফে মোতুজাকে ষোলো জুলাই রাতে গ্রেপ্তার করেছে নলহাটি থানার পুলিশ। রাজেশ সিউড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সাতেরো জুলাই রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতের পথে রাজেশ বলেন, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি কাউকে খুন করি নাই। কুশমোড় একনং গ্রামপঞ্চায়েত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ত্রিশঙ্কু ফলাফল হয়। পনেরো জুলাই বড়াম গ্রামের দুই কংগ্রেস বিজয়ী সদস্য তৃনমূলে যোগদান করায় কুশমোড় একনং গ্রামপঞ্চায়েত দখল করে তৃণমূল। বড়াম গ্রামের দুই দলত্যাগী সদস্যকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল রাজেশ। তা রোখার জন্য পুলিশ রাজেশকে গ্রেপ্তার করেছে বলে অভিযোগ কংগ্রেস শিবিরের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত চব্বিশে এপ্রিল দুপুরে মুখে সেলোটেপ হাত পা বাঁধা অবস্থায় এক প্রবীণ স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মদনলাল চৌধুরীর (৮২) রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় নলহাটি পৌরসভার চারনং ওয়ার্ডের রেলগেটের কাছে। তাঁর নিজের বাড়ির দোতলার ঘর থেকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র। বীরভূম লোকসভাকেন্দ্র থেকে তিনি দুইবার বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ছেলে স্ত্রী পরিবার বর্ধমানে থাকে। পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ধৃতরা হলো ‐ নলহাটির অভিষেক সালুই ওরফে বাপি,তারক কর্মকার, গোরা খান,রাজেশ শেখ এবং সাইথিয়ার সুখেন কর্মকার। পয়লা মে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

বিজেপিকর্মী খুনে গ্রেপ্তার আরো এক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মহম্মদবাজার ব্লকের সারেন্ডা গ্রামে দিলীপ মাহারা খুনে আরো একজনকে বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃতের নাম ‐ ধনঞ্জয় মাহারা বাড়ী সারেনডা গ্রামে। সাতেরো জুলাই সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে আটদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। স্পেশাল এপিপি তপন গোস্বামী বলেন, প্রদীপ মাহারা নামে একজনকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ধনঞ্জয় মাহারা নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আদালতে তোলা হলে পুলিশ দশদিনের হেফাজত চায় কিন্তু আটদিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেন মহামান্য বিচারক। আগেই দিলীপের টিন পিটানো সহযোগী প্রদীপ মাহারাকে গ্রেপ্তার করেছিল মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। সাত জুলাই সিউড়ি স্পেশাল আদালতে তোলা হলে ধৃতকে দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছয় জুলাই ভোরে সারেনডা থেকে চন্দ্রপুর গ্রাম যাওয়ার রাস্তার কুলুপুকুরের ধার থেকে মহম্মদবাজার বি মন্ডলের হিংলো গ্রামপঞ্চায়েতের ২২৪ নং বুথের বিজেপি সহসভাপতি দিলীপ মাহারার (৪৮) মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বাড়ী সারেন্ডা গ্রামে। দিলীপের স্ত্রী ছবি মাহারা পালান সংসদ থেকে নির্দল প্রার্থী ছিল। পুলিশকে ঘিরে চলেছিল বিক্ষোভ। সিবিআই তদন্তের দাবি করেছিল পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। দুপুরে পুলিশ কুকুর তদন্তে আসে। তদন্তের দাবিতে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহম্মদবাজারে ষাটনং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিল বিজেপি।

কাউন্টিং সেন্টারের কিছুটা দূরে পাহাড়পুর যুবক সংঘের ময়দানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তাবু খাটিয়ে অপেক্ষায়

জলপাইগুড়ি ঃ ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কোন রকমের জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ নিষেধ কাউন্টিং সেন্টারের ভিতরে। কাউন্টিং সেন্টারের গেটে করা নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চেকিং করে আই কার্ড দেখে ভেতরে প্রবেশ করানো হচ্ছে। রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কাউন্টিং সেন্টারের প্রবেশের বাইরে বহু ব্যাগ ছাতা গুটকা সহ অন্যান্য সামগ্রী লক্ষ্য করা যায়।

মালদা প্রতিটা ভোট গণনা কেন্দ্রে আটসাটো পাহাড়ায় মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী

মালদা ঃ মঙ্গলবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের গণনা। মালদা জেলার ১৫ টি ব্লকেই আলাদা করে গণনা কেন্দ্র করা হয়েছে। জেলার ১৪৬ টা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩১৮৬ আসন, জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা ৪৩ টি ও ১৫ টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪৩৬ আসন ড সকাল থেকেই প্রতিটা ভোট গণনা কেন্দ্রে আটসাটো পাহাড়ায় মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী। সকাল থেকে প্রার্থীরা হাজির হয়েছেন প্রতিটা গণনা কেন্দ্রে ড মালদা জেলার ১৫ টি ব্লকেই গননা কেন্দ্র।

বুলবুলচন্ডী ডি সি আর সি গণনা কেন্দ্রে করা নজরদাড়ী

মালদাঃ ‐হবিবপুর ব্লকের গননা কেন্দ্র করা হয়েছে বুলবুলচন্ডী জি এস বি উচ্চ বিদ্যালয়ে সেখানে সকাল থেকে বুলবুলচন্ডী ডি সি আর সি গণনা কেন্দ্রে করা নজরদাড়ীতে প্রবেশ করানো হচ্ছে বিভিন্ন পার্টি প্রাথীদের হাতে কোন ফোন বা কোন জিনিস পত্র নিয়ে প্রবেশ বন্ধ গোটা এলাকা করা নিরাপত্তায় মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি গণণা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে নিরাপত্তা দায়িত্বে

আলিপুরদুয়ারঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণণা আজ প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েতের গণণা হবে. আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি গণণা কেন্দ্রে পঞ্চায়েতের প্রার্থী ও ইলেকশন এজেন্ট প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

ভোট গণনা শুরুর আগেই ভিড় জমল মালদহের ডিসিআরসি কেন্দ্রগুলিতে

মালদহ ঃ ভোট গণনা শুরুর আগেই ভিড় জমল মালদহের ডিসিআরসি কেন্দ্রগুলিতে। ভিড় সামাল দিতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর। ইংরেজবাজারের জেলা স্কুলের ঘটনা। চরম বিশৃঙ্খলা এলাকায়। একই ছবি দেখা গিয়েছে পুরাতন মালদহের মতো জেলার ১৫টি ডিসিআরসি কেন্দ্রগুলিতেই। প্রশাসনের দাবি, ভোট গণনা শুরু হয়েছে সমস্ত কেন্দ্রেই।

নিয়মনীতি মেনে সম্পন্ন হল দাদা ভাই স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপূজার খুঁটি পুজো

শিলিগুড়ি ঃ নিয়মনীতি মেনে সম্পন্ন হল শিলিগুড়ির অন্যতম বিগ বাজেটের পুজো দাদা ভাই স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপূজার খুঁটি পুজো। এদিনের এই খুঁটিপুজোতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ির দাদাভাই ক্লাবের মাঠে নিয়মনীতি মেনে এই খুঁটি পুজো করা হয়। জানা গিয়েছে, এবছর দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপূজার ৪২ তম বর্ষ। এবছর কুটির শিল্পের ওপর মণ্ডপসজ্জার কাজ হবে। স্থানীয় শিল্পীরা সহ মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ থেকেও শিল্পীরা মণ্ডপসজ্জার কাজ করবে। গতবছর দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো ২২টি পুরস্কার জিতেছিল। এবছরও জাঁকজমকের সঙ্গে পুজো হবে বলে জানা যায়।

গণনায় পিছিয়ে পড়তেই ব্যালট পেপারে জল ঢাললেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

কোচবিহার ঃ গণনায় পিছিয়ে পড়তেই ব্যালট পেপারে জল ঢাললেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। যা ঘিরে কোচবিহার এক ব্লকের কাউন্টিং সেন্টারে ব্যাপক গন্ডগোল শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই কাউন্টিং সেন্টারে ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট গণনা চলছিল। ৪৪১ নম্বর বুথের ব্যালট বাক্স খুলতেই দেখা যায় ১৪৪টির মধ্যে মাত্র দুটি ভোট পেয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রিঙ্কু রায় রাজভর। বাকি সব কটি ব্যালটেই বিজেপির প্রতীকে ছাপ মারা রয়েছে।অভিযোগ, এরপরই ক্ষিপ্ত হয়ে তৃণমূল প্রার্থী ওই ব্যালট বাক্সে জল ঢেলে দেন। যা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় কাউন্টিং সেন্টারে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয় বিজেপি। সঙ্গে সঙ্গে ভোট গণনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।তৃণমূল প্রার্থী রিঙ্কু রায় রাজভরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

ফল ঘোষণার আগেই সবুজ আবিরে মাতলেন কর্মীরা

মালদা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনা। ময়নাগুড়ি বিধানসভার ভোট গণনা কেন্দ্র করা হয়েছে ময়নাগুড়ি হাই স্কুলের ময়দানে। প্রথম রাউন্ড শেষ হতে না হতেই জয়ের উল্লাস দেখা গেল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে ভোট গণনা শুরু হয় ময়নাগুড়িতে। সেখানে প্রথম ধাপে ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের গণনা শুরু হয়। সেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই জয়ের উল্লাস দেখা গেল ময়নাগুড়িতে। ময়নাগুড়ি ফুটবল মাঠে কর্মী সমর্থকরা গণনার আগেই সবুজ আবির খেলায় মেতেছেন। যদিও অফিসিয়ালি কোনো ঘোষণা এখনো পর্যন্ত করা হয়নি বলে জানা গেছে।

গণনা কেন্দ্র থেকে দুই কিলোমিটার অদূরে বোমাতঙ্ক

মালদা ঃ গণনা কেন্দ্র থেকে দুই কিলোমিটার অদূরে বোমাতঙ্ক।চাঁচল ১ নং ব্লকের কলিগ্রাম মহারাজ তলায় একটি পোল্ট্রি ফার্মের পেছনে পরিত্যক্ত দুটি ব্যাগ কে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে। ব্যাগের ভেতর খর থাকলেও বোমা রয়েছে কিনা তাই স্পষ্ট এখনো বোঝা যাচ্ছেনা। ঘটনাস্থলে রয়েছে সিভিক ভলেন্টিয়াররা। যদিও এখনো পৌছায় চাঁচল থানার পুলিশ বা বোম্ব স্কোয়াড। আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে এলাকাবাসী।

গণনা কেন্দ্র থেকে ব্যালট বক্স চুরির চেষ্টার অভিযোগ

মালদাঃ গণনা কেন্দ্র থেকে ব্যালট বক্স চুরির চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল মালদহের জেলা স্কুলে। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীর স্বামীকে মার পুলিশের। এ দিন জেলা স্কুলের গণনা কেন্দ্রে শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের গণনা চলছিল। অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতির ৩ নম্বর আসনের প্রার্থী আফসানা পারভিনের স্বামী শেখ জামিল হাসান ব্যালট বক্স নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পুলিশ তাঁকে তাড়া করে আটক করে। মারধরও করা হয় তাঁকে, দাবি প্রার্থীর।

কড়া নজরদারিতে রাজগঞ্জ মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে হচ্ছে ভোট গণনা

জলপাইগুড়ি ঃকড়া নজরদারিতে রাজগঞ্জ মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে হচ্ছে ভোট গণনা, ফলাফল জানতে ভিড়। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি রাজগঞ্জ ব্লকেও ভোট গণনা হচ্ছে। রাজগঞ্জ মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে হচ্ছে ভোট গণনা।রাজগঞ্জ ব্লকের ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ২৬৯ টি।তার মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৬ টি আসন জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬৩ টি আসনের ভোট গণনা হচ্ছে।এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতির আসন রয়েছে ৩৬ টি ও জেলা পরিষদের আসন তিনটি।এই গোটা ফলাফল জানতে গভীর রাত হয়ে যেতে পারে।কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোট গণনা চলছে। রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি।ফলাফল জানতে উৎসুক জনতা বাইরে ভিড় জমিয়েছেন। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনায় এড়াতে টহল দিচ্ছে পুলিশ।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই কাউন্টিং সেন্টারের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা

উত্তর দিনাজপুর ঃবৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই করেই উপস্থিত হচ্ছেন কাউন্টিং সেন্টারের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরে হাই স্কুল মাঠে ইসলামপুর ব্লকের কাউন্টিং সেন্টার।

জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজে কাউন্টিং সেন্টার ভোট গণনা

জলপাইগুড়ি ঃ ভোট গণনা। সকাল থেকে বৃষ্টি জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের সদর ব্লকের। কাউন্টিং সেন্টার। আর এই কলেজের মধ্যেই রয়েছে স্ট্রংরুম। ছাতা মাথায় বহু মানুষ গেটের বাইরে লাইনে। কাউন্টং সেন্টারে প্রবেশের জন্য ভোর থেকে দীর্ঘ লাইন।কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশেরকরাকরি কাউন্টিং সেন্টার চত্বরে। তবে ছাতা মাথায় বহু মানুষের ভিড় জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজ কাউন্টিং সেন্টার গেটের বাইরে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বন্যার ফলে পানীয় জল নেই দিল্লিতে

নয়া দিল্লি ঃ যমুনার জল সামান্য কমলেও এখনো বিপদসীমার উপরে। দুই দিন ধরে পানীয় জলের তীব্র অভাব।

সপ্তাহান্তে যমুনার জল খানিকটা নামলেও এখনো বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। সোমবার সকালে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আপাতত জলস্তর ২০৫ দশমিক পাঁচ আট মিটারে আছে। বিকেলের পর তার আরো খানিকটা বাড়তে পারে। গত শুক্রবার জলস্তর ২০৮ মিটারের উপর উঠে গেছিল। সপ্তাহান্তে তা কিছুটা কমলেও ফের তা সোমবার থেকে বাড়তে শুরু করেছে।

এদিকে শুক্রবার থেকেই দিল্লিতে তীব্র জলের কষ্ট শুরু হয়েছে। ওয়াজিরাবাদের জল পরিশোধনের প্লান্ট বন্যার জন্য কার্যত বন্ধ হয়ে গেছিল। সোমবার সকালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, প্লান্টটি অনেকটাই ঠিক হয়েছে। সোমবার দুপুরের পর থেকে তা আবার ঠিকমতো কাজ করতে পারবে। এই প্লান্টে দিনে ১৩৪ মিলিয়ন গ্যালন জল পরিশোধন হয়। প্লান্টটি ঠিক হলে দিল্লির জলের কষ্ট অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। বস্তুত, গত তিনদিন কোনো কোনো এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটির জলের ট্যাঙ্কার নিয়ে গিয়ে পানীয় জল দিতে হয়েছে। দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত সাপ্লাইয়ের জল আসেনি। সাধারণত যা সকালে এবং সন্ধ্যায় আসে।

দিল্লিতে বাঙালিদের এলাকা বলে পরিচিত চিত্তরঞ্জন পার্কে দুইদিন জল বন্ধ থাকার পর রোববার একবেলা কিছুক্ষণের জন্য জল এসেছে। সোমবার সকালে অবশ্য জল এসেছে।

বন্যা পরিস্থিতি বিবেচনা করে যমুনা লাগোয়া অঞ্চলগুলির স্কুলকলেজ আরো কিছুদিন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে যে অঞ্চলে জল নেই, সেখানে সোমবার স্কুল খুলেছে। কিন্তু বন্যার কারণে বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ থাকার জন্য তীব্র যানজট শুরু হয়েছে। বিশেষ করে দিল্লি থেকে নয়ডা যাওয়ার রাস্তায় প্রবল যানজট বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচলে এখনো ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সেখানেও বন্যা হচ্ছে। হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবেও বন্যা পরিস্থিতি। এই অবস্থায় যমুনার জল আবার বাড়তে পারে, এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে রাজধানীর বন্যা পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তা এখনই বলতে পারছে না প্রশাসন।

যত মত তত পথের দয়া করে ভুল ব্যাখ্যা করবেন না ঃ সুনীল কুমার দে

পোটকাঃ যত মত তত পথ হলো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত ময় বাণী।তিনি একজন সাধারণ সাধক বা মহাত্মা ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন ভগবানের অবতার।শুধু অবতার নন,অবতার বরিষ্ঠ ছিলেন তিনি।তিনি ধর্ম যুদ্ধ,মত ও পথের বিবাদ,হিন্দু,মুসলমান,খ্রিস্টান,বৈষ্ণব, শাক্ত,শৈব,নিরাকার বাদী সাকারবাদী প্রভৃতি সবার বিভেদ ও ঝগড়া মেটানোর জন্য সব ধর্ম পথে ও মতে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ও তারপর বলেছিলেন,,অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ।বিভিন্ন নদী যেমন বিভিন্ন পথে গিয়ে একই সমুদ্রে পতিত হয় ঠিক তেমনি বিভিন্ন পথে ও মতে সাধনা করে ঈশ্বর কে লাভ করা যায় যদি সাধনার জোর থাকে,ঈশ্বর কে পাওয়ার ব্যাকুলতা থাকে,তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছে থাকে।এক রাম তার হাজার নাম।একই জল কে কেউ জল,কেউ পানী আবার কেউ ওয়াটার বলে।তেমনি একই ঈশ্বর কে কেউ হরি, কেউ রাম,কেউ কৃষ্ণ,কেউ দুর্গা,কালী,শিব,গড,আল্লাহ আরো কত নামে ডাকে।অনন্ত মত অনন্ত পথ।তত মত তত পথ কিন্তু লক্ষ্য সবার একই ভিন্ন নয়।ঠাকুরের এই উদার ধর্ম কথা কে বুঝতে না পেরে ইদানিং একজন ইস্কনের বিদ্যাবাগীশ সাধু বা মহারাজ যত মত তত পথের কটূক্তি করেছেন ও ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।এই নিয়ে ধর্ম জগতে হই চই চলছে বিশেষ করে রামকৃষ্ণ ভক্ত মণ্ডলীরা নারাজ হয়েছেন,সেই সাধুর বিরোধ করেছেন।হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সারা পৃথিবীর আদর্শ পুরুষ।অসংখ্য ভক্তের ইস্ট দেবতা।তাছাড়া তিঁনিই রাম তিনি কৃষ্ণ তিঁনিই এই যুগে রামকৃষ্ণ হয়ে এসেছেন।তাই চেংড়া সাধু কে ঠাকুরের কথা কে ভালো করে বুঝেই মন্তব্য করা উচিত ছিলো।তিনি আবার আমিষ নিরামিষ খাবার নিয়েও কটূক্তি করেছেন।স্বামী বিবেকানন্দ আমিষ খেতেন বলে তাঁকে ব্যঙ্গ করেছেন।যেহেতু তিনি মাছ মাংস খেতেন সেজন্য তিনি সাধু বা মহাত্মা নন।ইস্কনের মেয়ে ঘেঁষা সাধুকে জানা উচিত ছিলো স্বামী বিবেকানন্দ শিবের অবতার ছিলেন ও সন্ন্যাসীর রাজা ছিলেন।তাঁর মতো এতো বড় সন্ন্যাসী আজ পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে জন্মায় নি।তাছাড়া রাম,কৃষ্ণ বুদ্ধ,যীশু,রামকৃষ্ণ সবাই আমিষ খেতেন তাহলে কি তাঁরা ভগবান নন।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,শুকর মাংস খেয়েও যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে তাহলে সেই শুকর মাংস হবিষান্ন হয়ে যায় আবার যদি কেউ হবিশান্না খায় কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না থাকে তাহলে তা শুকর মাংস হয়ে যায়।তাই মাছ মাংস ত্যাগ নয় কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ ই হলো সন্ন্যাসীদের প্রকৃত ত্যাগ।তাছাড়া কেবল মাছ মাংস না খেলেই নিরামিষ খাওয়া হলো না।আমরা তো সবাই আমিষ খাচ্ছি।পেঁয়াজ,রশুন,ডাল,শাক যেহেতু গাছের ও জীবন আছে,ফল যেহেতু ফল পাকলে পোকা জন্মে,জলের মধ্যেও জীবাণু আছে,বায়ু নিচ্ছি সেখানেও অসংখ্য কীটা নু বা জীব আছে তাহলে নিরামিষ টা আর হলো কোথায়।আসলে মাছ ও মাংস গরম জিনিষ বলে মন যাতে উত্তেজিত না হয় সেজন্য মাছ ও মাংস সাধু সন্ন্যাসীরা খায় না।ভগৎভক্তি বা ভগবানের নাম গান করার জন্য নিরামিষ খেতে হবে এমন কোনো নিয়ম ও বিধি নেই বা থাকাও উচিত নয়।আপ রুচি খানা ধর্মের সাথে খাওয়ার কোনো সম্বন্ধ নেই এই নিয়ে তাই তর্ক,ঝগড়া ও অপরের সমালোচনা বা নিন্দা করার কোনো যুক্তি নেই বা করা উচিত ও নয়।তাছাড়া কারো বিরুদ্ধে বলার আগে তাঁর বিষয়ে ভালো করে জানা উচিত।আর সব থেকে বড় কথা হলো

নিজের ভাব কারো উপর জোর করে চাপানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।নিজের পথ ও মত টাই ঠিক আর কারো টা ঠিক নয়,আমার কৃষ্ণ,রাম,হরি,দুর্গা কালী ঠিক,আমার আল্লাহ ও গড ই সত্য আর সব মিথ্যা এই মত বাদ ও ভালো নয়।সেই জন্যই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন,,যত মত তত পথ।

আগামী যুগ শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ হবে

সুনীল কুমার দে

পোটকাঃআগামী যুগ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ হবে।কথা টা হয়তো অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে।শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের অবতার।শুধু অবতার নন,অবতার বরিষ্ঠ।তিনি সব দেবদেবীর জমাট বাঁধা রূপ।তাঁর মধ্যে সব দেব দেবীর মিলন ঘটেছে।শ্রীরামকৃষ্ণ কে কেনো এতো ভালো লাগে একটু দেখা যাক। শ্রীরামকৃষ্ণ একজন সাধক,মহাপুরুষ, অবতার ও ভগবান ছিলেন কিন্তু বাইরে কোনো বিভূতির প্রকাশ ছিলো না।তিনি কোনো জন্তর মন্তর করেননি,কোনো অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ করেন নি,তিনি মরা মানুষ কে বাঁচান নি ,কারো রোগ ভালো করেন নি তাই তাঁকে এত ভালো লাগে।

তিনি একজন একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন কিন্তু বামনাই ছিলো না।তিনি কামারের মেয়ে ধনী কামারিণী কে ভিক্ষা মাতা করেছিলেন,তার ঘরে খেয়েছিলেন।তিনি জাতি ভেদ প্রথা মানতেন না।তিনি পৈতে খুলে রেখে দিয়েছিলেন জাতের অহংকার হবে বলে তাই তো তাঁকে এত ভালো লাগে।

তিনি শিশুর মতো সরল,আকাশের মতো উদার,ফুলের মতো সুন্দর,সাগরের মতো গভীর,চাঁদের মতো কোমল,সূর্য্যের মতো জ্যোতির্ময় পুরুষ ছিলেন তাই তো তাঁকে এতো ভালো লাগে।

তিনি সকল ধর্মকে মানতেন।সকল ধর্মের মানুষ কে ভালো বাসতেন।সকল ধর্ম মত ও পথ কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন।পাপী ধার্মিক, আস্তিক নাস্তিক সবাই কে বুকে টেনে নিতেন।পতিত পতিতা লম্পট ,মাতাল চরিত্র হীন সকল মানুষকে কৃপা করতেন।ভক্তি ও জ্ঞান দিতেন তাই তো তাঁকে এতো ভালো লাগে।

তিনি হিন্দুর কাছে হিন্দু,মুসলমানের কাছে মুসলমান,খ্রিষ্টানের কাছে খ্রিস্টান,বৈষণবের কাছে বৈষ্ণব,শাকত্বের কাছে শাক্ত, নিরাকার বাদীদের কাছে নিরাকার বাদী ছিলেন।তাঁর কাছে সকল ধর্মের ও সকল মত ও পথের লোক আসতো।ঠাকুর সবার কথা শুনতেন,সবাই কে ভালো বাসতেন।সবাই মনে করতো তিনি আমাদের দলের লোক।তাই তো তাঁকে এতো ভালো লাগে।

তিনি বিয়ে করেছিলেন কিন্তু সংসার করেন নি।নিজের ধর্ম পত্নী মা সারদামনি কে মায়ের আসনে বসিয়ে পুজো করেছিলেন।তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন।তাঁর সন্ন্যাসী নাম হলো রামকৃষ্ণ পরমহংস কিন্তু গেরুয়া পরেন নি,সংসার ত্যাগ করেন নি।তিনি কোনো নুতন ধর্ম সৃষ্টি করেন নি।কোনো ইজমের জন্ম দেন নি,নিজের ভাব জোর করে কারো ঘাড়ে চাপান নি,তিনি গুরু গিরি করেন নি,কোনো ভণ্ডামি করেন নি,তাই তো তাঁকে এতো ভালো লাগে।

তিনি মানুষ কে পাপী বলেন নি,অনন্ত নরকের ভয় দেখান নি,সবাই কে সংসার ছাড়তে বলেন নি,ভগবান কে ভালোবাসতে বলেছেন, তাঁকে আপন করতে বলেছেন,সবাই কে তিনি ঈশ্বরের সন্তান বলেছেন তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ কে এতো ভালো লাগে।তাই বললাম আগামী যুগ শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ হবে।

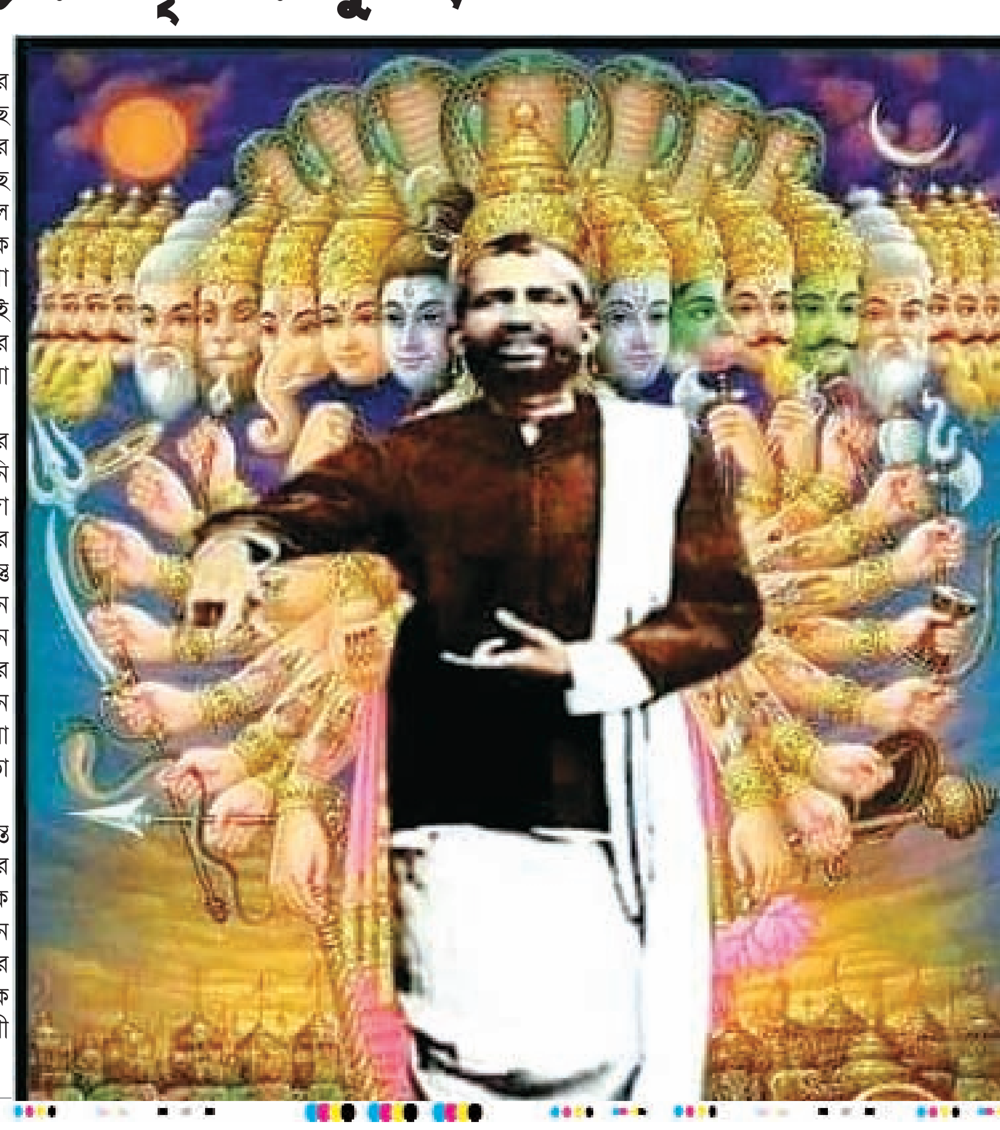

ওলাফ শলৎসের দুই বছরে ভোটারদের অসন্তুষ্টি

বার্লিন ঃ জার্মান রাজনীতিতে দৃশ্যত এখন গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। তবে পর্দার আড়ালে জোটের মধ্যে বিরোধ আর ভোটারদের অসন্তুষ্টি চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের ক্ষমতার ভিত নড়বড় করে দিচ্ছে।

চ্যান্সেলর শলৎস গত শুক্রবার তার বাৎসরিক গ্রীষ্মকালীন সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন। সেখানে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দিয়েছেন তিনি। জার্মানির বর্তমান সরকার বিপুল সম্ভাববনা জাগিয়ে দুই বছর আগে নির্বাচিত হয়। কিন্তু দুই বছর পর দেখা যাচ্ছে মধ্যবাম সামাজিক গণতন্ত্রী, পরিবেশপন্থি সবুজ আর নব্যউদারপন্থি মুক্ত গণতন্ত্রী দল খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। অন্তত জনমত জরিপগুলো সেরকম আভাস দিচ্ছে। জার্মানির প্রতি চারজন ভোটারের তিনজনই জানিয়েছেন যে তারা কেন্দ্র সরকারের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট নন। গতবছরের শরতের শেষ থেকে করা জনমত জরিপগুলো দেখলে এটা পরিষ্কার যে নতুন নির্বাচন হলে বর্তমান জোট সরকার আর পর্যাপ্ত ভোট পাবে না। জনমত জরিপে শলৎসের সামাজিক গণতন্ত্রী এসপিডি দলের অবস্থান এখন মধ্যডানপন্থি সিডিইউসিএসইউ এবং উগ্র ডানপন্থি এএফডির পর তৃতীয় অবস্থানে নেমে গেছে। সবুজ দলের অবস্থান গত পাঁচবছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। অন্যদিকে, জোটের সবচেয়ে ছোট সঙ্গী এফডিপির প্রতি সমর্থন সর্বশেষ নির্বাচনের সময়ের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কমেছে। তবে, এসব খবর জার্মান চ্যান্সেলরকে খুব একটা বিচলিত করছে বলে মনে হচ্ছে না। শুক্রবারের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ''আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি গত নির্বাচনের তুলনায় আগামী নির্বাচনে এএফডি ভালো কিছু করতে পারবে না।'' নিজের দলের ভবিষ্যত নিয়েও আশাবাদী তিনি। চ্যান্সেলর বলেন, ''বর্তমান সরকার নতুন একটি ম্যান্ডেট পাবে।'' ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন নিয়ে সরকারি গণমাধ্যম এআরডিকে একথা বলেন তিনি। এই মন্তব্যে আবারও ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে নিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছে শলৎসকে। ওলাফ শলৎস অবশ্য তার এই দৃশ্যত অটুট আত্মবিশ্বাসের জন্য বেশ পরিচিত। শান্ত থেকে কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং নিজের সিদ্ধান্তের প্রতি কোনো সন্দেহ না রাখা রাজনীতিবিদ তিনি। ৬৫ বছর বয়সি এই চ্যান্সেলর তিন দশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতি করছেন। দেখার বিষয় হচ্ছে আগামী দুই বছরে তিনি তার দল এবং জোট সরকারকে সত্যিই নতুন আরেকটি ম্যান্ডেটের জন্য উপযুক্ত করতে পারেন কিনা।

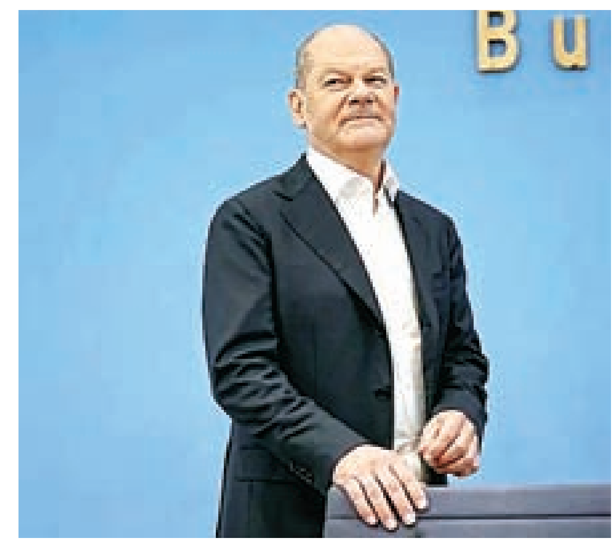

রোম্যান কল্যোসিয়্যামে আঁচড়, আটক জ্যার্মান তরুণ

বার্লিনঃ ১৭ বছরের এক জার্মান তরুণকে আটক করেছে ইটালির পুলিশ। তার সঙ্গে এক শিক্ষকও ছিলেন। এই নিয়ে একমাসে তৃতীয়বার কলোসিয়াম নষ্ট করার জন্য কাউকে আটক করল ইটালির পুলিশ। রোববার ইটালির এএনএসএ সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, শনিবার রোমে ঐতিহাসিক কলোসিয়াম দেখতে এসেছিল ১৭ বছরের এক জার্মান যুবক এবং তার শিক্ষক। তারা সেখানে থাকা অবস্থাতেই কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দেয়। কারণ, তারা দেখতে পায়, ওই তরুণ কলোসিয়ামের গায়ে আঁচড় কাটছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই তরুণকে আটক করে। তবে তার শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়নি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, একতলায় একটি ইঁটের কার্ভিংয়ে আঁচড় কাটছিল ওই যুবক। জায়গাটির সামান্য ক্ষতি হয়েছে। কেন সে এ কাজ করছিল, তা এখনো স্পষ্ট নয়। শুক্রবার এক সুইস তরুণীকে ওই একই কাজ করতে দেখা গেছিল কলোসিয়ামে। নিজের নামের আদ্যাক্ষর লেখেরা চেষ্টা করছিল সে। তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আপাতত কয়েকদিনের জেল এবং ১৫ হাজার ইউরো জরিমানা হয়েছে তার। চলতি মাসে আরো এক ব্যক্তিকে ওই একই কারণে কলোসিয়ামে আটক করা হয়েছিল। তাকেও একই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ওই ব্যক্তি সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে, কলোসিয়ামের ইতিহাস নিয়ে সে সচেতন ছিল না। এটি যে এত পুরনো অ্যাম্পিথিয়েটার তা সে জানতো না। সে কারণেই তার উপর নাম লেখার চেষ্টা করেছিল সে।

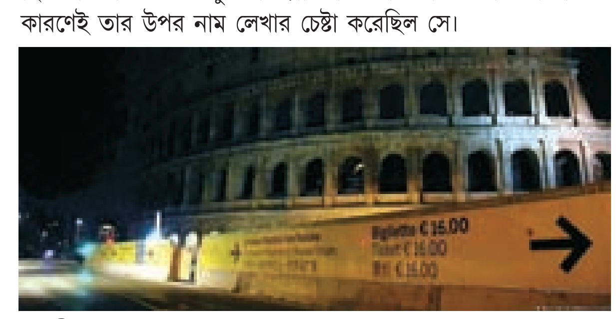

স্কটল্যান্ডের সমুদ্রে অন্তত ৫০টি ডলফিনের মৃত্যু

স্কটল্যান্ড ঃ ঘটনার পিছনে অবৈধ তিমি ব্যবসায়ীদের হাত নেই বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। স্কটল্যান্ডের একটি আইল বা দ্বীপের সমুদ্র সৈকতে অন্তত ৫০টি তিমির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। একটি তিমিকে জলে ফিরিয়ে দেওয়া গেছে। একটি তিমি বাচ্চা দেওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। দ্য ব্রিটিশ ডাইভারস মেরিন লাইফ রেসকিউ চ্যারিটি নামক একটি সংস্থা ওই তিমিগুলির খবর পায়। তারা জানতে পারে আইল অফ লুইসে একটি বিরাট তিমির দল আটকে পরেছে। সেই মতো রোববার সকালে তারা সেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারা দেখে কেবলমাত্র একটি তিমিকেই ফের জলে ফিরিয়ে দেওয়ার পরিস্থিতি আছে। বস্তুত, দুইটি তিমিকে তারা জলে ফেরানোর চেষ্টা করে কিন্তু একটি তিমিকে শেষপর্যন্ত ফেরানো যায়। পাইলট তিমির নামে তিমি শব্দটি থাকলেও তারা ডলফিন প্রজাতির প্রাণি। অবলুপ্ত হতে বসেছে এই তিমি। প্রায় ছয় মিটার লম্বা হয় এই মাছ। ওজন হয় এক ম্যাট্রিক টন পর্যন্ত। প্রায় ৫৫ জনের ওই ডলফিনের দলটি সমুদ্রের বালুচরে এসে আটকে পড়ে কারণ একটি মাছ বাচ্চা দিচ্ছিল। বিষেশজ্ঞদের বক্তব্য, এই প্রজাতির ডলফিন সবসময় একসঙ্গে থাকে। পরিবার বিষয়ে খুব সচেতন তারা। ফলে একটি মাছ বাচ্চা দেবে বলে গোটা দলটি বালুচরে উঠে পড়ে। কিন্তু এরপর আর তারা জলে ফিরে যেতে পারেনি। ফলে একসঙ্গে এতগুলি মাছের মৃত্যু হয়েছে। স্কটল্যান্ডে এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। পাইলট তিমি এই অঞ্চলে বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। ১৯৮৮ সালে এই পাইলট তিমিদের বাঁচানোর জন্যই দ্য ব্রিটিশ ডাইভারস মেরিন লাইফ রেসকিউ চ্যারিটি সংস্থাটি তৈরি হয়েছিল।

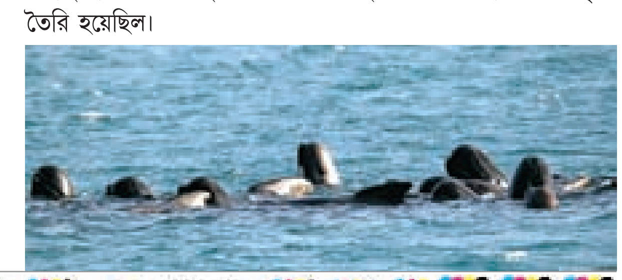

সম্পাদকীয়

শাবণ মানে শিবকে খুশি করার সময়

শিবের জীবন এই সত্যের প্রতীক যে, শুধুমাত্র প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করলেই জীবনে সুখ, শান্তি, সরলতা , সারল্য , সাহসিকতা , যোগ , আধ্যাত্মিকতা সহ যে কোন কৃতিত্ব অর্জন করা যায়। আষাঢ় মাস থেকে বর্ষাকাল শুরু হয়। শ্রাবণ মাস এলেই চারিদিকে সবুজের সমারোহ। এটা সবার মনকে মুগ্ধ করে। শ্রাবণ মাসে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়। চারিদিকে যেন বসন্ত ঋতু। নতুন উদ্যম ও নতুন প্রাণের উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর জীবজগতে। প্রকৃতির অনন্য ছট দেখে ভগবান শিব আনন্দিত ও আত্মমগ্ন হন। শ্রাবণ মাস ভগবান শিবের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। শ্রাবণ মাসে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এমন অবস্থায় ভগবান শিব প্রসন্ন হলে পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা তিনি তাঁর ভক্তদের দিতে পারেন না। ভক্তরা তাদের ইচ্ছার জন্য ভগবান শিবকে খুশি করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা করে। সাওয়ান মাস শুরু হলেই চারিদিকে শোনা যাচ্ছে বোল বমের

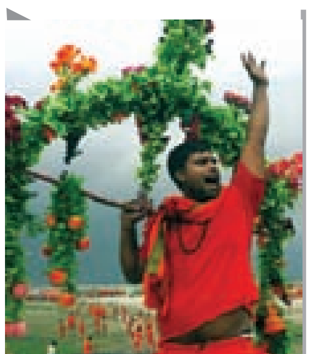

উল্লাস। সেই সঙ্গে শ্রাবণ শিবরাত্রিতে ভগবান শিবের জলাভিষেক করতে কাবাদিদের পবিত্র স্থানে গঙ্গার পবিত্র জল আনার প্রক্রিয়া চলছে। পুরো শবন মাসকে ভগবান শিবের মাস বলে মনে করা হয়। এবার বেশি মাস থাকায় শ্রাবণ চলবে পুরো দুই মাস। শিবপুরাণের কাহিনি অনুসারে , শ্রাবণ মাসে ভগবান শিবকে খুশি করার তিনটি উপায় রয়েছে – প্রথমটি জলাভিষেক দ্বারা , দ্বিতীয়টি বেল পত্র , পুষ্প চন্দন , কমলপুষ্প এবং পঞ্চামৃত দিয়ে পূজা এবং তৃতীয়টি জপ দ্বারা। এই রুটগুলির যে কোনও একটি অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন ধরণের জিনিস নিবেদনেরও বিধান রয়েছে। শিব মহাপুরাণ , স্কন্ধ পুরাণ , বিষ্ণু পুরাণ এবং নারদ পুরাণও এই দিক নির্দেশ করে। সমস্ত দেবদেবী মিলে কৈলাস পর্বতকে বধূর মতো সাজিয়েছিলেন। কৈলাসে পৌঁছে শুরু হল শ্রাবণ মাস। সমস্ত দেবদেবী মিলে শ্রাবণ মাসকে উৎসব হিসেবে পালন করেন। শিবের শবন প্রকৃতির সাথে সাহচর্যের বার্তা। শিব যদি নীলকান্ত হন এবং পৃথিবীর জন্য একা গলায় বিষ ধারণ করতে পারেন , তবে তাঁর সাথে যিনি ভাং ও ধাতুরা খান এবং পান করেন তিনিও শিব। শিবের দুটি ছবিই পাশাপাশি লাগানো আছে। ভারতের কোটি কোটি মানুষ মনে করে শিব ধাতুরা পান করেন , শিবের পল্টনে খোঁড়াখোঁড়া মানুষ আছে , পশুপাখি আছে , ভূতপ্রেত আছে এবং সব ধরনের জিনিসই যুক্ত। পঙ্গু ও ক্ষুধার্ত বলতে কি বুঝ ? গরীবের মানুষ শিব সকলের। এর অর্থ হল শিব হলেন সমস্ত নিঃস্ব মানুষের সহায়।তিনি ভাং ধাতুরা ভক্ষণ করেন না , বরং তাঁর ভক্তদের তাদের খারাপ গুণগুলি ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করেন।আবেগ নিয়ে আমার পূজায় নিযোজিত হন । মানুষের জীবনের আসল লক্ষ্য কি ? অনাদিকাল থেকে, আত্মা সময়ের গতিতে প্রকৃতির প্রবাহে প্রবাহিত হচ্ছে, অণু আকারে বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। সনাতন ধর্মে, মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিচরণকারী মানুষের জন্য বিভিন্ন দেবতার পূজা করার ভক্তির বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। দেবাধিদেব মহাদেব শিব শঙ্কর, মহাবিশ্বের হিতৈষী, একমাত্র এমন দেবতা , যিনি ভক্তি সহকারে এক গ্লাস জল খেয়ে মানুষের জীবনকে সহজ করে তোলেন। শিব আমাদের সবার চারপাশে বিরাজ করেন। জানি না কী রূপে ভক্তদের দর্শন দিতে হবে। কিন্তু , তাদের স্বীকৃতি সবসময় মানুষের জন্য একটি খুব গুরুতর বিষয় ছিল. এটা ঠিক যেমন আকাশ মেঘলা থাকে, মেঘের মাঝখানে অবস্থিত সূর্যের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না। সূর্যোদয়ের পর যখন আকাশ মেঘলা থাকে, তখন মেঘ সরে গেলে সূর্যের দেখা পাওয়া যায় এবং এর রশ্মি ও সূর্যালোকও পাওয়া যায়।

তুরস্কের অর্থনৈতিক সংকটে সামলাতে ‘পশ্চিম দিকে’ মুখ ফেরাচ্ছেন এরদোয়ান

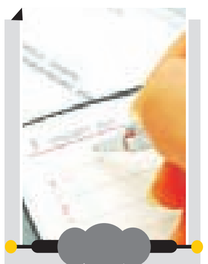

ভিক্টোরিয়া ক্রেইগ
প্রাবন্ধিক

পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করতে এ সপ্তাহেই একটা বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন রেচেপ তাইয়েপ এরদোয়ান।

যে সুইডেনকে নেটোর সদস্যপদ দেবার বিরোধিতা করছিলেন তিনি মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও – সেই প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানই গত সোমবার আচমকা ঘোষণা করেন তিনি এই সামরিক জোটে সুইডেনের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে তার দীর্ঘকালের আপত্তি তুলে নিচ্ছেন। তার এই ঘোষণায় তার নেটো মিত্ররাই অবাক হয়ে যান।

তুরস্কের প্রেসিডেন্টের এই দ্রুত কৌশল পরিবর্তন, এমন এক সময়ে ঘটলো যখন তিনি তার দেশের দীর্ঘ এবং ক্রমাবনতিশীল অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান খুঁজছেন।

মি. এরদোয়ান অনেক দিন ধরেই বলে আসছিলেন যে সুইডেন, তার ভাষায়, সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না এবং সে জন্যই লিথুয়ানিয়ায় নেটো সম্মেলনে আসার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও তিনি স্টকহোমের সমালোচনা করেছিলেন।

তার এই দিক পরিবর্তন থেকে বোঝা যায়, তুরস্কের নতুন পুনর্নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এখন পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক মেরামত করতে কতটা ব্যগ্র। তুরস্কের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য গত কয়েক বছরে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তুরস্ককে পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু এরদোয়ান চাইছেন এই বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করতে।

এই হচ্ছে ‘ক্লাসিক’ এরদোয়ান, যেখানে নীতি বা কথার সুর অকস্মাৎ বদলে যেতে পারে – কোন পূর্বাভাস ছাড়াই বলছেন বাতু কোসকুন, আংকারাভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাদিক ইনস্টিটিউটের একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

এরকম একটা ইউটার্ন নিলে অন্য যে কোন রাজনৈতিক নেতাকে ভুগতে হতো, কিন্তু এরদোয়ানে কোন সমস্যাই হচ্ছে না।

এর কারণ হলো – তার এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রতিদান হিসেবে তিনি ইতোমধ্যেই সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, নেটো এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন – সবার কাছ থেকেই কিছু অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছেন।

তুরস্ক এখন আশা করছে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অচিরেই এফ১৬ জেটবিমানের চালান পাবে –যার জন্য তারা বহুকাল ধরে প্রতীক্ষায় ছিল।

মি. এরদোয়ান বলছেন, বহুদিন ধরে ঝুলে থাকা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে তুরস্কের যোগদান এবং ভিসা উদারীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি – এ দুটি প্রশ্নে ব্রাসেলস এখন ‘ইতিবাচক মনোভাব’ দেখাচ্ছে।

তবে এত দ্রুতগতিতে মি. এরদোয়ান তার অবস্থান পরিবর্তন করাকে দেখা হচ্ছে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে – যে তিনি এখন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান মিত্রদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিচ্ছেন। তার এই মিত্ররা অনেক দিন ধরেই উদ্বিগ্ন ছিল যে তুরস্কে গণতন্ত্র ক্রমশঃ পেছন দিকে যাচ্ছে।

নেটো শীর্ষ সম্মেলনে এরদোয়ানের ফটোঅপ ছিল অনেকগুলো। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎজের সাথে ছবি তুলেছেন তিনি।

বেশ কয়েক বছর কিছুটা দূরে দূরে থাকার পর এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও মি. এরদোয়ানের সাথে তার বৈঠকটিকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন।

আমার মনে হচ্ছে, নির্বাচনের পর মি. এরদোয়ান এখন অপেক্ষঅকৃত আত্মবিশ্বাসী বোধ করছেন – বিশেষত রাশিয়া এবং পশ্চিমা বিশ্ব উভয়ের সাথেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বলছেন বাতু কোসকুন।

বাইরে আত্মবিশ্বাসী দেখালেও দেশের ভেতরে এখন এরদোয়ানের জন্য জরুরি চ্যালেঞ্জ হলো তুরস্কের নেতিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। গত মে মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত তুরস্কের নির্বাচনের ঐতিহাসিক দ্বিতীয় রাউন্ডে মি. এরদোয়ানের বিজয়ের সময় এটা ছিল সবচেয়ে বড় ইস্যু।

ব্যবসার অবস্থা ভালো নয়, বলছেন বুরহান মরকজ, একজন রুটি প্রস্তুতকারক যিনি দিনে ১৭ ঘন্টা রুটি বানানোর চুলোর সামনে কাজ করেন।

সমস্ত জিনিসের দাম এত বেড়ে গেছে ... যেসব লোক দুটো রুটি কিনতো, তারা এখন কিনছে একটা। চাহিদা কমে গেছে।

এর কারণ মুদ্রাস্ফীতি। ২০২২ সালের অক্টোবরে মুদ্রাস্ফীতি উঠেছিল ৮৫.৫ শতাংশে। এখন সেটা কমে ঠিক ৪০র নিচে ঘোরাফেরা করছে।

মার্কিন ডলারের বিপরীতে তুর্কি মুদ্রা লিরার মুল্যমান রেকর্ড পরিমাণ নেমে গেছে।

সারা দুনিয়াতেই দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মুল্যস্ফীতি কমানোর জন্য সুদের হার বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান অর্থনীতির এসব গোঁড়ামিকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তার কথা হলো, সুদহার বাড়িয়ে দিলে জিনিসপত্রের দাম আরো বেড়ে যাবে। তার পরিবর্তে তিনি তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছেন যেন তারা সুদের হার অর্থাৎ ব্যাংক থেকে ঋণ নেবার খরচ কম রাখে।

ইস্তাম্বুলের এই কাদিকোই এলাকায় বুরহান মরকজ তার ছোট বেকারিটি চালান তার তিন ভাইকে নিয়ে। এই এলাকায় গত দেড় বছরে বাড়ি ভাড়া ৪০০ বেড়ে গেছে, বলছেন তিনি।

এই একই সময়ে তার বেকারি চালানোর অন্যান্য খরচও আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। কাঠের দাম বেড়েছে ৯০০, ময়দার দাম প্রায় ৫০০, খামির দাম বেড়েছে ২৫৫ আর সিসেমি সীডের দাম বেড়েছে ১৫০।

এ পরিস্থিতি সামলাতে তুরস্কের অর্থমন্ত্রী মেহমেত সিমসেক বলেছেন, তিনি যৌক্তিক অর্থনৈতিক নীতি পুনপ্রতিষ্ঠা করবেন।

মি. সিমসেক ও নতুন কেন্দ্রীয় ব্যাংক গভর্নর হাফিজে গায়ে এরকান – এ দুজনেই আগে নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিটে কাজ করেছেন। মেহমেত সিমসেককে মি. এরদোয়ান নিয়োগ দিয়েছেন গত মাসেই। এই দুজনের সহযোগিতায় তিনি গত ২৭ মাসের মধ্যে এই প্রথম সুদের হার বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছেন – ৮.৫ থেকে ১৫-এ।

কিন্তু ইস্তাম্বুলের রুটি বিক্রেতা মরকজ মনে করেন, তার মত ব্যবসায়ীদের অবস্থা যে কত সংকটাপন্ন তা রাজনীতিবিদরা বোঝে না। এখানে এই চুলোর সামনে ১৮-২০ ঘন্টা দাঁড়িয়ে দেখুন। আমি তিন ঘন্টা ঘুমাই, বাকি সময় কাজ করি। মেহমেত সিমসেক চেয়ারে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, তাকে এই কাজ করতে বলুন – এসব কাজ এভাবে হয় না, বলেন তিনি।

লিথুয়ানিয়ায় নেটো সম্মেলন থেকে ফেরার পথে বিমানে সংবাদিকদের মি. এরদোয়ান বলছেন, তুরস্কের জনগণের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনার দিকেই এখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

আমরা মুদ্রাস্ফীতি এক অংকে কমিয়ে আনবো, বলেন তিনি।

তুরস্কের ৯০,০০০ কোটি ডলারের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য অনেক সময় ও ধৈর্য দরকার, বলছেন অর্থনীতিবিদরা।

এর কোন চটজলদি সমাধান নেই, বলছেন মুরাত গুলকান ইস্তাম্বুলভিত্তিক একটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ওএমজির প্রধান। এ জন্য আপনাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কমিয়ে আনতে হবে যা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাঙ্খিত নয়।

তুরস্কের জন্য আরো দরকার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা।

দেশটির চলতি হিসেব ঘাটতি এ বছর প্রথম পাঁচ মাসে ৩,৭৭০ কোটি ডলারে উঠেছে তা এক নতুন রেকর্ড। আর এর অর্থ হলো তুরস্ক রপ্তানি পণ্য যতটা বিক্রি করছে – তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানির জন্য খরচ করছে।

অর্থনীতিবিদ আইরিস চিবরে বলছেন, আমরা আরো একবার পশ্চিমের দিকে মুখ ফেরাচ্ছি। আমাদের পেছনে রয়েছে রাশিয়া। গত সপ্তাহশেষে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে তার পাঁচজন কম্যান্ডারকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবার সুযোগ করে দেন – যাদের এ বছরের বাকি সময়টা তুরস্কেই থাকার কথা ছিল। এরদোয়ানের এই পদক্ষেপ রাশিয়াকে ক্রুব্ধ করে।

ক্রেমলিন তাকে সতর্ক করে দেয় তুরস্ক যেন ইউরোপিয়ানদেরকে গোলাপী চশমার ভেতর দিয়ে না দেখে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের পরিকল্পনা রয়েছে তিনি আগস্ট মাসে ভ্লাদিমির পুতিনকে স্বাগত জানাবেন। তার আশা, ইউক্রেনকে শস্য রপ্তানি করার সুযোগ দিয়ে যে কৃষ্ণসাগর চুক্তি হয়েছিল – তা টিকিয়ে রাখতে রাশিয়াকে তিনি রাজি করাতে পারবেন। আগামী সপ্তাহেই এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

বাতু কোসকুনের মতে এগুলো সবই হচ্ছে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার জন্য তুরস্কের নেতার চেষ্টা। কারণ তিনি রাশিয়াকে তার পক্ষে রাখতে চান।

পশ্চিমের সাথে সম্পর্ক বাড়তে থাকলেও তা রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের জায়গা নিতে পারবে না – বলেন মি. কোসকুন।

সাময়িকী

‘আসামে শাকসব্জির আগুন দামের জন্যও মিঁয়া মুসলিমরাই দায়ী’

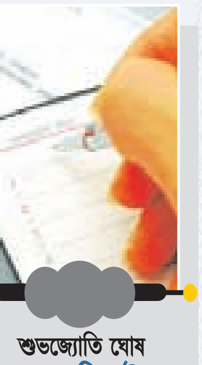

শুভজ্যোতি ঘোষ
কলামিস্ট

উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে আরও একবার চরম সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে তরিতরকারি বা ফলমূলের অগ্নিমূল্যের জন্য ‘মিঁয়া মুসলিম’দের দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

রাজধানী গুয়াহাটিতে সব্জির দাম কেন আকাশ ছুঁয়েছে, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কারা এই তরিতরকারির দাম বাড়িয়েছে সেটা তো দেখুন! এরা সবাই হল মিঁয়া সব্জিওলা, যারা এত বেশি বেশি দাম নিচ্ছে। আসামের বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়কে বোঝাতেই এই ‘মিঁয়া’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যদিও ‘মিঁয়া’ শব্দটি বেশ অবমাননামূচক অর্থেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তবে রাজ্যের বাঙালি মুসলিমরা কিন্তু ইদানীং নিজেদের পরিচয় ব্যক্ত করতে তাদের প্রতিবাদের ভাষা হিসেবেই এই শব্দটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

গত কয়েক বছরের মধ্যে সে কারণেই আসামের বাঙালি মুসলিমরা ‘মিঁয়াকাব্য’ নাম দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছেন, এমন কী তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরতে একটি ‘মিঁয়া মিউজিয়াম’ খোলারও চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আসামে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার যে এই ‘মিঁয়া’দের আসামের অংশ হিসেবে মনে করে না, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সেটা বারে বারেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তরিতরকারির দাম নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য এই তালিকাতেই সবশেষ সংযোজন। বিবিসি হিন্দি বিভাগই মুখ্যমন্ত্রীর এই বিতর্কিত মন্তব্য সর্বপ্রথম রিপোর্ট করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সে দিন আরও দাবি করেছেন, গুয়াহাটিতে সব্জিওলারা ‘মিঁয়া’ বলেই তারা অসমিয়াদের কাছ থেকে এত বেশি দাম নিচ্ছেন – অসমিয়ারাও যদি সব্জি বেচতেন তাহলে কখনোই এত দাম নিতেন না।

দিন কয়েক আগে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের নেতা ও ধুবড়ি থেকে নির্বাচিত লোকসভা এমপি বদরুদ্দিন আজমল বলেছিলেন, মিঁয়া সম্প্রদায়কে ছাড়া আসাম অসম্পূর্ণ। সংবাদমাধ্যমের কাছে সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের মন্তব্য করে বদরুদ্দিন আজমল আসলে অসমিয়া সম্প্রদায়কেই অপমান করেছেন। বস্তুত মিঁয়া মুসলিমদের তিনি যে আসামের অংশ বলেই মনে করেন না, সেটা বোঝাতে হিমন্ত বিশ্বশর্মা কোনও রাখঢাকই করেননি।

এরপরই যখন তাঁর কাছে তরিতরকারির অগ্নিমূল্য নিয়ে জানতে চাওয়া হয়, তিনি সরাসরি তার দায় চাপিয়ে দেন ‘মিঁয়া’ সব্জিওলাদের ওপর। বলেন, এই মিঁয়া মুসলিমরাই আসলে বেশি বেশি দাম নিচ্ছেন। গ্রামের দিকে কিন্তু তরিতরকারির দাম বেশ কম। অথচ গুয়াহাটিতে এই মিঁয়ারা অসমিয়াদের কাছ থেকে চড়া দাম হাঁকছেন। আজ যদি অসমিয়ারা সব্জি বেচতেন, তাহলে কিন্তু সহনাগরিক অসমিয়াদের কাছ থেকে কখনোই বেশি দাম নিতেন না, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। গুয়াহাটি শহরে বিভিন্ন ফ্লাইওভারের নিচে অস্থায়ী সব দোকান থেকে মিঁয়ারা যে সব্জি ও ফলমূল বেচেন, তিনি নিজে তদারকি করে সেগুলোর উচ্ছেদের ব্যবস্থা করবেন বলেও জানান হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেন, এতে করে আমাদের ‘অসমিয়া ছেলে’দের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। গত মাসে বকরি ঈদের সময় গুয়াহাটিতে গণপরিবহন ব্যবস্থা যে ভেঙে পড়েছিল, তার জন্যও তিনি মুসলিম গাড়িচালকদের দায়ী করেন।

তিনি বলেন, আমরা সবাই দেখেছি ঈদের সময় গুয়াহাটিতে বাস চলাচল কীভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় ভিড়ভাট্টাও একদম ছিল না।

এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আশি শতাংশ বাসচালক ও সত্তর শতাংশ উবারওলার মতো ক্যাব ড্রাইভাররা সবাই ‘মিঁয়া’ বলেই ওই অবস্থা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন, সরকার চায় ‘অসমিয়া যুবক’রাই এই ধরনের কাজে আরও বেশি করে এগিয়ে আসুক – যাতে মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের সময় রাজধানী আবার অচল না হয়ে পড়ে।

হিমন্ত বিশ্বশর্মার ওই বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম রাজনীতিবিদরা – তাঁরা অভিযোগ করছেন মুখ্যমন্ত্রী আসলে আসামে বিভাজনের রাজনীতি করছেন। হায়দ্রাবাদের এমপি তথা এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি টুইট করেছেন, ভারতে একদল লোক আছেন যারা তাদের বাড়িতে মোষ দুধ না দিলে বা মুরগি ডিম না পাড়লেও মিঁয়াদের দায়ী করে থাকেন।

সেই সঙ্গেই মিশরে বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাম্প্রতিক সফরের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, আজকাল তো মোদীজির সঙ্গে বিদেশি মুসলিমদের খুব দোস্তি, তো ওদেরকেই বলুন না টমেটো, আলু, পালংশাক পাঠাতে! এআইইউডিএফ নেতা বদরুদ্দিন আজমল আবার প্রশ্ন তুলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী গুয়াহাটিকে মিঁয়ামুক্ত করার কথা বলছেন, ওখানে তাদের শাকসব্জি বেচতে দেবেন না বলে ঘোষণা করছেন। একটি রাজ্য সরকারের প্রধান কীভাবে এ ধরনের কথা বলতে পারেন?

মুখ্যমন্ত্রীর এই ‘বিভেদমূলক বক্তব্যে’র কারণে যদি ‘অসমিয়া ভাই’ আর মুসলিমদের মধ্যে ‘কোনও ঘটনা ঘটে যায়’, তাহলে হিমন্ত বিশ্বশর্মাই সরাসরি তার জন্য দায়ী থাকবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন মি আজমল।

জানা অজানা

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সাফল্যের আশা নিয়ে চীনে গেলেন মার্কিন দূত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরি বৈশ্বিক উষ্ণতা মোকাবিলায় আলোচনার লক্ষ্যে চীনে পৌঁছেছেন। চার দিনের এই সফরের সময় তিনি চীনের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশেষ দূত শি জেনহুয়ার সাথে দেখা করবেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে তিনিই তৃতীয় উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন কর্মকর্তা যিনি চীন সফর করছেন। চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলির অন্যতম। হংকং থেকে বিবিসি সংবাদদাতা মার্টিন ইপ জানাচ্ছেন, উত্তর গোলার্ধের অনেক জায়গার মতোই প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকা চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে এসে পৌঁছেছেন জন কেরি । প্রকৃতির জন্য ক্ষতিকারক গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এই দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করবে বলে জানা যাচ্ছে। বৈঠকে মি. কেরি মিথেন গ্যাসের নির্গমন এবং কয়লার ব্যবহার সীমিত করতে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য চীনের ওপর চাপ দেবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কের পটভূমিতে ওয়াশিংটন সরকার সম্ভবত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনাকে এমন একটি ক্ষেত্র হিসাবে দেখছে – যেখানে বাস্তব অগ্রগতি হতে পারে। মি. কেরি চীনকে ভালো করেই চেনেন। ফলে চীনা পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করবেন এই দুই নেতার আলোচনা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেনের সাম্প্রতিক সফরগুলিতে চীনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

পাঠকের চিঠি

পূজা

পূজার অর্থ হলো কাউকে ভালোবাসা,শ্রদ্ধা করা,সন্মান করা,মানাও খুশি করা তা যে কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হতে পারে অথবা কোনো দেব দেবীর উদ্দেশে ও হতে পারে।পুজো সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে যথা , এক বাহ্য পূজা ও দুই মানস পূজা।বাহ্য পূজা বলতে বাহিরের পূজা যা ফটো কিংবা মূর্তিকে সামনে রেখে দুপ,দীপ,নৈবেদ্য দিয়ে, মন্ত্র পড়ে, পঞ্চ উপচারে বা শলো উপচারে বিধি বিধান অনুসারে, পূরহিত দিয়ে কিংবা নিজেও পূজা করাকে বলা হয়।আর মানস পূজা বলতে মনে মনে যার পূজা করা হয়,শ্রদ্ধা ও সন্মান দেওয়া হয়।এ পূজায় কোনো নিয়ম নীতি নেই বা কোনো সামগ্রী লাগে না,কোনো উপকরণ লাগে না।এ পূজা পুরোপুরি মনের ব্যাপার,অন্তরের ব্যাপার। আমাদের হিন্দু ধর্মে পূজার একটা বিশেষ মহত্ব বা স্থান আছে।আমরা কেউ কেউ বাড়িতে ঠাকুর ঘর করে বিভিন্ন দেব দেবীর ফোটো রেখে ফুল চন্দন ও নৈবেদ্য দিয়ে প্রতিদিন পুজো করে থাকি।উপোষ করে বিভিন্ন দেব দেবীর মন্দিরে গিয়ে পুজো দি।আবার ঘটা করে বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি গড়ে, প্যান্ডেল করে ও ধুমধামের সাথে পুজো করি যেমন,,গনেশ পূজা,মনসা পূজা,লক্ষী পূজা,দুর্গা পূজা,কালী পূজা,জগদ্ধাত্রী পূজা ,শিব পূজা,নারায়ণ পুজা,সরস্বতি পুজা প্রভৃতি।আবার বিভিন্ন অবতারদের ও পুজো করে থাকি যেমন,,রাম,কৃষ্ণ,চৈতন্য,রামকৃষ্ণ,সারদা আদি।পূজা হলো ভক্তি পথের ও ধর্ম পথের প্রথম সোপান।পূজার দ্বারা মন পবিত্র ও সুন্দর হয়।কিন্তু আমরা কোনো দেব দেবীর পূজা নিষ্কাম ভাবে না করে স্বকাম ভাবেই বেশির ভাগ করে থাকি।কোনো কিছু ফলের আশা করে বা মানত রেখে পুজো করে থাকি।শুধু ভালোবাসি বলে পূজা করি,এই ভাব খুব কম দেখা যায়।কিন্তু ভগবান ভক্তের অধীন তাই ভক্ত যা চান ভগবান তাই দেন ভক্ত কে যদি পূজা আন্তরিক হয়,ভক্তি সহকারে হয়,নিষ্ঠা ও ভালোবাসা দিয়ে করা হয়।আজকাল পুজোর ধারা বদলে গেছে লোকদেখানো বেশি,ভক্তি ভাব কম।বিশেষ করে সার্বজনীন পুজো গুলো যেমন দুর্গা পূজা,কালী পূজা,গনেশ পূজা,লক্ষ্মী পূজা,সরস্বতী পূজা প্রভৃতি।আজকের পুজো গুলো মনোরঞ্জনের সাধন হয়ে গেছে।জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় করো আর পূজার নামে ফুর্তি করো।পুজো কোনো মনোরঞ্জনের সাধন নয়,পুরোপুরি ভক্তি,শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জিনিষ।তাই পুজোর গরিমা ও মহিমা কে বজায় রাখা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। **সুনীল কুমার দে, পোটকা**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করাই বড় চ্যালেঞ্জ ঃ আরাফাত

ঢাকা ঃ ঢাকা ১৭ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে ভোটারদের ভোট দিতে কেন্দ্রে নিয়ে আসাকেই বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন আসনটির আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মাদ এ আরাফাত।

রাজধানীর গুলশান মডেল স্কুল এন্ড কলেজের একটি কেন্দ্রে ভোট দেয়া শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, মাত্র পাঁচ থেকে ছয় মাস মেয়াদের জন্য নির্বাচনটি হওয়ায় ভোটারদের মাঝে অনীহা কাজ করছে। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, যারা ভোট দিতে ভোট কেন্দ্রে আসছেন, তারা নৌকা প্রতীকেই ভোট দিবেন।

আসনটির সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হোসেন ওরফে হিরো আলম বলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকবেন এবং কীভাবে তাকে হারায় সেটিও তিনি দেখবেন। আজ সকালে বনানীর একটি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

তার নির্বাচনী এজেন্টদের মারধর করা, কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া এবং মুঠোফোন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেন একতারা প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হিরো আলম।

সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরুর পর থেকেই ঢাকা ১৭ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম। ভোট গ্রহণের অর্ধেক সময় পেড়িয়ে গেলেও এই আসনের চারটি কেন্দ্রে ৮ শতাংশের কম ভোট পড়েছে। প্রথম চার ঘন্টায় চারটি কেন্ত্রে ৭.৯৬ হারে ভোট পড়েছে ৯৫৩টি। এদিকে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়বে এমনটি ধারণা করা হলেও দুপুরে ভোটার উপস্থিতি একেবারেই কমে আসে।

সাংবাদিক পরিচয় দেয়ার পরও একটি ভোটকেন্দ্র থেকে সাংবাদিকদের বের করে দেন প্রিসাইডিং কর্মকর্তা। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যানিকেতনের একটি ভোটকেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটে। কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা সঞ্জয় চন্দ্র বলেন, কোন সাংবাদিক মুঠোফোন নিয়ে ভোটকেন্দ্রের ভিতরে আসতে পারবেন না। সাংবাদিক মুঠোফোন নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কোন লিখিত নির্দেশনা আছে কিনা দেখাতে বলা হলে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচন ঃ বর্জন মারধর আটকে শেষ

ঢাকা ঃ বৃষ্টিভেজা সকালে শুরু হয় ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ। কেন্দ্রগুলিতে খুব একটা ভোটারের উপস্থিতি ছিল না। ভোট শেষ হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। এমন সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর মো. আশরাফুল হোসেন ওরফে হিরো আলমকে রাস্তায় ফেলে পেটানোর মধ্য দিয়ে ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়। সোমবার দুপুরের দিকে অনিয়ম ও নির্বাচন কমিশনের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন এক স্বতন্ত্র প্রার্থী। বিএনপি ও সমমনাদের নির্বাচন বর্জনের মধ্যে এই ভোটে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ার বিষয়টি মোটামুটি অনুমিতই ছিল। ভোটের দিন সকাল থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে সেই চিত্রের দেখা পেয়েছে দ্য ডেইলি স্টারের প্রতিবেদক। বেশিরভাগ কেন্দ্রের সামনেই ছিল নৌকার ব্যাজধারীদের জটলা। এ ছাড়া অনেক কেন্দ্রের বাইরে নৌকা ও লাঙল প্রতীকের ক্যাম্প দেখা গেলেও অন্য প্রার্থীদের কোনো ক্যাম্প অফিস ছিল না। সড়কে সড়কে টাঙানো পোস্টারেও ছিল নৌকা, লাঙল ও গোলাপ ফুল প্রতীকের আধিক্য। আবার কোথাও কোথাও কেন্দ্রের সামনে ভোটারদের ভিড় দেখাতে বিভিন্ন এলাকা থেকে নিজস্ব পরিবহনে করে বহিরাগতদের নিয়ে আসার অভিযোগও পাওয়া গেছে নৌকা প্রতীকের কর্মীদের বিরুদ্ধে। সেসব পরিবহনে নৌকা প্রতীকের পোস্টার লাগানো ছিল।

ভোটগ্রহণ চলে ১২৪ টি কেন্দ্রে

সোমবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এ আসনের ১২৪টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলে। এর ফলে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে এই প্রথম কোনো সংসদীয় আসনে ব্যালট পেপারে ভোটগ্রহণ হলো। দিনভর শান্তিপূর্ণ ভোট চললেও বিকালে ভোট শেষে ঘণ্টাখানেক আগে এক কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের হামলার শিকার হন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিরো আলম। মারধর থেকে বাঁচতে এক পর্যায়ে হিরো আলম দৌড় দিলে হামলাকারীরা এ সময় তাকে পেছন থেকে ধাওয়া দেন। এক

পর্যায়ে তিনি বনানীর ২৩ নম্বর সড়কে গিয়ে একটি রিকশায় ওঠেন। পরে গাড়িতে করে চলে যান। এর আগে সকালে হিরো আলম তার এজেঃটদের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেন। বনানী মডেল স্কুল কেন্দ্র পরিদর্শন গিয়ে একতারা প্রতীকের এই প্রার্থী বলেন, যখনই বলতেছে একতারার লোক, হিরো আলমের লোক, তখনই কিন্তু বের করে দিতেছে। এই রকম করে এজেন্ট বের করে দেওয়ার মানে হইল, তারা একতরফা তাদের এজেন্ট দিয়ে সিল মারার চেষ্টা করতেছে। আর দুপুর আসতে না আসতেই অনিয়ম ও নির্বাচন কমিশনের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন ট্রাক প্রতীকের আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. তারেকুল ইসলাম ভূঞা। ভোট বর্জনের এই ঘোষণা নিয়ে নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেন, গণমাধ্যমে দেখলাম। অভিযোগ থাকতে পারে, এটা সত্য বা মিথ্যা, তা কিন্তু নয়। সত্যতা যাচাই করে আইনগত ব্যবস্থা নেব। তবে এত অল্প সময়ে কেনো বর্জন করলেন বুঝতে পারলাম না। রাশেদা সুলতানা আরও বলেন, পরিবেশ দেখতে পারতেন, উনি দেখতে পারতেন। দিনের শুরুতেই যদি বলেন ন্যায্যতা পাচ্ছি না এটা তো মুশকিল। চারটা পর্যন্ত উনার চাওয়ার মত হচ্ছে কিনা দেখতে পারতেন। আর ভোটের পরিবেশপরিস্থিতি নিয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, পরিবেশ ভালো। এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলেছি। ভোটারদের বাধা দেওয়া, প্রতিবন্ধকতা ছিল না। সিসি ক্যামেরায়ও ভোটের কোনো অনিয়ম দেখিনি। কোনো অভিযোগও কেউ দেয়নি। এদিন দুপুর ১১টার দিকে গুলশান মডেল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসেন নৌকা প্রতীকের আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। ভোট দিয়ে তিনি বলেন, চারদিকে শুধু নৌকার ভোট। নৌকা বিজয়ী হবে। এর তো কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশে। ভোটারদের কম উপস্থিতির বিষয়ে তখন আরাফাত বলেন, সকালে কয়েকটা জায়গায় ঘুরেছি এবং খোঁজ নিয়েছি সকালে একটু বৃষ্টি পড়েছে। এ কারণে ভোটের টার্নআউট একটু কম হয়েছে। গুলশান, বনানী, বারিধারার ভোটকেন্দ্র দেখেছেন, সেখানে এমনিতেও একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন এই এলাকার ভোটাররা। কিন্তু কালাচাঁদপুর, নর্দ্দা এলাকায় অনেক ভোটার। ভাষানটেকে, কড়াইলেও অনেক ভোটার এসেছে। এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ মনে হচ্ছে। তবে ভাষানটেক এলাকার কয়েকটি ভোটকেন্দ্র ঘুরেও আরাফাতের এমন দাবির সত্যতা পাওয়া যায়নি। পশ্চিম ভাষানটেক মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, দুপুর ২টা পর্যন্ত সেখানে মোট ভোট পড়েছে ৬১৮টি। ওই কেন্দ্রের মোট ভোটার ছিল প্রায় ৩ হাজার। একই প্রাঙ্গনের পশ্চিম ভাষানটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুপুর ১টা পর্যন্ত ২০০টি ভোট পড়ার তথ্য দেন প্রিজাইডিং কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ শিপন। ওই কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা দুই হাজার ৯২৯। এই দুটি কেন্দ্রের বাইরে নৌকা প্রতীকের বিপুলসংখ্যক সমর্থককে ভিড় করতে দেখা যায়। তারা বেছে বেছে কেন্দ্রে ভোটারদের ঢোকাচ্ছিলেন। এ সময় কেন্দ্রের ভেতর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতেই নৌকার ব্যাজধারী অনেককে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আরাফাত যেখানে ভোট দেন সেখানেও ছিল ভোটার খরা। সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৫টি কেন্দ্রে মোট ভোট পড়ে ২৬০টি। এই ৫ কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার ৯৫৭ জন। এর আগে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার মুসলিম মডার্ন একাডেমির ৩ ভোটকেন্দ্র প্রথম ২ ঘণ্টায় ভোট পড়ে ১১৯টি। ওখানকার মোট ভোটার ছিলেন ৯ হাজার ৪৪ জন। এদিন সকাল ৯টার দিকে গুলশান২ এর মানারত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কেন্দ্রের অদূরে ১১৩ নম্বর রোডের ফুটপাতজুড়ে অন্তত ৪০ জন মানুষকে বসে থাকতে দেখা যায়। এর কাছাকাছিই ছিল আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ক্যাম্প অফিস। ফুটপাতে বসে থাকা ওই ব্যক্তিরা জানান, তারা প্রত্যেকে টিঅ্যান্ডটি কলোনি সংলগ্ন কড়াইল বস্তির বাসিন্দা। তাদের পেশা রিকশা চালানো। এই এলাকায় তাদের কোনো ভোট নেই। কিন্তু বস্তির এক স্থানীয় নেতা তাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। রাজধানীর বনানী এলাকায় ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমকে রাস্তায় ফেলে মারধরের ঘটনায় দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার বিকেলে রাজধানীর বনানী এলাকা তাদের আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে ডিবির এডিসি হাফিজ আল আসাদ (এডিসি গুলশান বিভাগ) দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় সন্দেভাজন দুজনকে আটক করা হয়েছে। আমাদের কাছে যে ভিডিও ফুটেজ আছে, সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে, সেখানে তাদের কী ভূমিকা রয়েছে। দিনভর ভোটগ্রহণ শেষে কেন্দ্রে কেন্দ্রে চলছে এখন ভোট গণনা। গণনা শেষে বনানী বিদ্যানিকেতনে স্থাপিত ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র থেকে একীভূত ফলাফল ঘোষণা করবেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. মুনীর হোসাইন খান। উল্লেখ্য, চিত্রনায়ক ফারুকের (আকবর খান পাঠান) মৃত্যুতে এই আসনে এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এতে বিজয়ী মাত্র কয়েক মাসের জন্য সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবেন। কারণ আগামী বছরের জানুয়ারিতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আছেন আট জন। এরা হলেন আওয়ামী লীগের মোহম্মদ আলী আরাফাত (নৌকা), জাতীয় পার্টির সিকদার আনিসুর রহমান (লাঙ্গল), জাকের পার্টির কাজী মো. রাশিদুল হাসান (গোলাপ ফুল), তৃণমূল বিএনপির শেখ হাবিবুর রহমান (সোনালী আঁশ), বাংলাদেশ কংগ্রেসের মো. রেজাউল ইসলাম স্বপন (ডাব) এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোটের মো. আকবর হোসেন (ছড়ি)। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে আছেন মো. আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম (একতারা) এবং মো. তারেকুল ইসলাম ভূঞা (ট্রাক)।

পুলিশে বড় রদবদল ঃ একদিনেই ৫১ ডিআইজি ও অতিরিক্ত ডিআইজি বদলি

ঢাকা ঃ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনে নানা পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় প্রশাসক পদে বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছে। এবার একদিনেই ডিআইজি (উপমহাপরিদর্শক) ও অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ৫১ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন স্থানে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে।

এর মধ্যে আছেন ১৬ জন ডিআইজি এবং ৩৫ জন অতিরিক্ত ডিআইজি। তাদের বেশ কয়েকজন পদোন্নতি পেয়ে নতুন পদে যোগদানের অপেক্ষায় ছিলেন।

পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ তাদের বদলির বিষয়টি জানায়। এর মধ্যে বরিশাল, রাজশাহী ও রংপুর রেঞ্জে নতুন ডিআইজি দেওয়া হয়েছে। নতুন কমিশনার (ডিআইজি) পেয়েছে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি) ও খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি)।

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের উপপুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মো. জামিল হাসানকে বরিশাল রেঞ্জে, রাজশাহী মেট্রোপলিটনের পুলিশ কমিশনার আনিসুর রহমানকে রাজশাহী রেঞ্জে, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি আব্দুল বাতেনকে রংপুর রেঞ্জে বদলি করা হয়েছে। কেএমপি কমিশনার (ডিআইজি) হয়েছেন হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি মো. মোজাম্মেল হক। আরএমপি কমিশনার হয়েছেন ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব বিজয় তালুকদার।

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ডিআইজি মো. আবু কালাম সিদ্দিককে ট্যুরিস্ট পুলিশে, সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি (ডিআইজি হিসাবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) একেএম নাহিদুল ইসলামকে ডিআইজি হিসেবে সিআইডিতে, বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি এসএম আক্তারুজ্জামানকে ঢাকা পুলিশ স্টাফ কলেজে, কেএমপি কমিশনার মো. মাসুদুর রহমান ভূঞাকে ঢাকা হাইওয়ে পুলিশে, রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি মোহা. আবদুল আলীম মাহমুদকে এন্টি টেরোরিজম ইউনিটে (এটিইউ) বদলি করা হয়েছে।

বিশেষ শাখার (এসবি) ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত রখফার সুলতানা খানমকে পুলিশ একাডেমি সারদায়, ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার মো. জাকির হোসেনকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশে, ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত এসবির মো. মনিরুজ্জামানকে এসবিতেই, পুলিশ সদর দপ্তরের আব্দুল্লাহিল বাকীকে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে, টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি) মো. ময়নুল ইসলামকে ঢাকার ট্রেনিং ড্রাইভিং স্কুলের কমান্ড্যান্ট হিসাবে এবং ঢাকার ট্রেনিং ড্রাইভিং স্কুলের কমান্ড্যান্ট মো. নজরুল ইসলামকে টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি) হিসাবে বদলি করা হয়েছে।

গাজীপুর মহানগরী পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মো. দেলোয়ার হোসেনকে রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমিতে, পুলিশ সদর দপ্তরের মারুফ হোসেন সরদারকে ঢাকা রেঞ্জে, ঢাকা রেঞ্জের মুহাম্মদ সাইদুর রহমান খানকে পুলিশ স্টাফ কলেজে, ঢাকা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি টুটুল চক্রবর্তীকে নৌপুলিশে, এসবির মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম খানকে ঢাকা রেঞ্জে, এসবির মো. সাজ্জাদুর রহমানকে ময়মনসিংহ রেঞ্জে বদলি করা হয়েছে। আরএমপির অতিরিক্ত কমিশনার মো. ফারুক হোসনকে এসবিতে, আরএমপির অতিরিক্ত কমিশনার সামসুন নাহারকে এসবিতে, ময়মনসিংহ রেঞ্জের আবিদা সুলতানাকে এসবিতে এবং রংপুর রেঞ্জের এএফএম আনজুমান কালামকে পুলিশ সদর দপ্তরে পদায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া নৌপুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি পংকজ চন্দ্র রায়কে রংপুর রেঞ্জে, সিলেট রেঞ্জের এমএ জলিলকে পুলিশ সদর দপ্তরে, খুলনা রেঞ্জের মো. ইকবালকে কক্সবাজার ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক, কক্সবাজার ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক সৈয়দ হারুন অর রশীদকে সিলেট রেঞ্জে, সিলেট রেঞ্জের নাবিলা জাফরিন রীনাকে হাইওয়ে পুলিশে, ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার লিটন কুমার সাহাকে সিলেট রেঞ্জে, এটিইউর আবদুল মান্নান মিয়াকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশে (সিএমপি), ট্যুরিস্ট পুলিশের মোহাম্মদ মুসলিমকে অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটে (এটিইউ), এটিইউর মোহাম্মদ হেমায়েতুল ইসলামকে আরএমপির অতিরিক্ত কমিশনার এবং হাইওয়ে পুলিশের জয়দেব চৌধুরীকে খুলনা রেঞ্জে বদলি করা হয়েছে।

একই প্রজ্ঞাপনে পুলিশ সদর দপ্তরের মো. হাসানুজ্জামানকে খুলনা রেঞ্জে, খুলনা রেঞ্জের মো. আতিকুর রহমান মিয়াকে হাইওয়ে পুলিশে, রাজশাহী রেঞ্জের নরেশ চাকমাকে ট্যুরিস্ট পুলিশে, সিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ফয়সল মাহমুদকে রাজশাহী রেঞ্জে, র‍্যাবের পরিচালক চৌধুরী মঞ্জুরুল কবিরকে নোয়াখালী পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে, নোয়াখালী পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের দীন মোহাম্মদকে রাজশাহী রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্সের কমান্ড্যান্ট, রাজশাহী রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্সের কমান্ড্যান্ট মো. আব্দুর রাজ্জাককে বগুড়া চার আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক, বগুড়া চার আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক সৈয়দ আবু সায়েমকে ময়মনসিংহ রেঞ্জে, পুলিশ স্টাফ কলেজের মো. মেহেদুল করিমকে রংপুর রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্সের কমান্ড্যান্ট এবং রংপুর রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্সের কমান্ড্যান্ট এসএম আশরাফুজ্জামানকে সিআইডিতে বদলি করা হয়েছে।

বরিশাল ১০ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঞাকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের পরিচালক, বরিশাল মহানগরী পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আবু আহাম্মদ আল মামুনকে বরিশাল ১০ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক, এসবির মোহা. আহমার উজ্জামানকে গাজীপুর মহানগরী পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার, রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির মো. হামিদুল আলমকে বরিশাল মহানগরী পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এবং ঢাকা রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্সের কমান্ড্যান্ট মো. রেজাউল করিমকে এটিইউতে বদলি করা হয়েছে।

গুলশ্যানের নির্ব্যাচন এল্যাকায় তল্ল্যাশি, জরিম্যানা

ঢাকা ঃ ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনে কঠোর নিরাপত্তায় চলছে ভোটগ্রহণ। মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছে তল্লাশি চৌকি। নির্বাচনী এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেলেই পুলিশের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ।

আর সেখানে যাওয়ার সঠিক কারণ দেখাতে না পারলেই গুনতে হচ্ছে জরিমানা। ঢাকা১৭ আসনে উপনির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি কম হলে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি পাল্টাবে বলে ধারণা করছে নির্বাচন কমিশন। রাজধানীর বাড্ডা এলাকার বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম। তার অফিস মহাখালীতে। আজ অফিসে যাবার পর জানতে পারেন অফিস বন্ধ। তিনি বলেন, ভুল করে বাসা থেকে বের হওয়ার জন্য আমার জরিমানা গুনতে হচ্ছে। সাত সকালে এই জরিমানার টাকা আমি কীভাবে দেব? রাসেল আহমেদের বাসা গুলশান২ এলাকায়। এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন একজনকে আনতে । তিনি বলেন, সিগন্যালটা পার হলেই আমার বাসা। যেতে দিল না এখন নাকি জরিমানা করবে আমাকে । গুলশান ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বে থাকা সার্জেন্ট মো. সাদ্দাম হোসেন দৈনিক সমকালকে বলেন, জরুরি প্রযোজন ছাড়া যারা বাইরে বের হচ্ছেন

তাদেরকে জরিমানা করা হচ্ছে । এই পর্যন্ত আটজনকে আমি নিজের হাতে জরিমানা করেছি । এদের মধ্যে বেশিরভাগই কোনো কারণ ছাড়াই মোটরসাইকেল এবং প্রাইভেট কার নিয়ে বের হয়েছেন । যথার্থ কারণ দেখানোর পর অনেকে তাদের গন্তব্যে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে । আর যারা কোনো কারণ দেখাতে পারছেন না তাদের জরিমানা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ভোটারদের কাজ দেখে কেন্দ্রে যেতে দেওয়া হচ্ছে । এখন পর্যন্ত আটজনকে তের হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সাইটের ত্রুটি যখন হ্যাক হওয়ার দায় থেকে বাঁচার ঢাল

ঢাকা ঃ নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের কথায় আমি ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারিনি।

কারণ তার মনোযোগ ছিলো হ্যাক হওয়া না হওয়া নিয়ে। তিনি বলেছেন. ওয়েবসাইটের ত্রুটির কারণে এরকম হয়েছে। আর তাতে আমার তাকে বেশ তৃপ্ত মনে হয়েছে।

দেশের সরকারি ওয়েব সাইটের নিরাপত্তাসহ বাংলাদেশের সাইবার সম্পত্তির নিরাপত্তার দায়িত্ব কার তাও কিন্তু বুঝতে পারা বেশ কঠিন। কারণ নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা আছেন তাদের জবাবদিহির বিষয়ও থাকতে হয়। সর্বশেষ জানা গেছে সাইবার নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের । তাদের কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (সিআইআরটি) আছে। তাদের সঙ্গে কিন্তু যোগাযোগ করেছিলো যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যপ্রযুক্তির অনলাইন সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চ। তারা কিন্তু জবাব পায়নি। আর এই ঘটনা প্রথম নজরে আসে সাউথ আফ্রিকাভিত্তিক আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান বিটক্র্যাক সাইবার সিকিউরিটির গবেষক ভিক্টর মারকোপাওলোস এর গত ২৭ জুন। তিনিও যোগাযোগ করেন বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। কিন্তু বাইরের দুনিয়ায় এই তথ্য ফাঁসের ঘটনার খবর প্রকাশ হওয়ার আগে আমাদের সরকারি বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি জানতেনই না। আমরা এখনো জানি নাওই সরকারি ওয়েবসাইট থেকে কত নাগরিকের তথ্য ফাঁস হয়েছে। কোন কোন ধরনের তথ্য ফাঁস হয়েছে। ঘটনার পর নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্ভার থেকে তথ্য ফাঁস হয়েছে বলে তারা প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছেন।

সেলফি তুলতে রাস্তায় বেরসিক দর্শক, হুড়মুড়িয়ে পড়লেন ২০ সাইক্লিস্ট

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ সাইক্লিংয়ের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা ট্যুর ডি ফ্রান্স সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা সবারই থাকার কথা। প্রতিবছর জুলাই মাসে তিন সপ্তাহ ধরে চলে বিখ্যাত এই প্রতিযোগিতা। সমতলে পিচঢালা সড়ক থেকে পর্বতের আঁকাবাঁকা পথ সব ধরনের চ্যালেঞ্জ জয় করতে হয় প্রতিযোগীদের।

এ বছর চলছে ট্যুর ডি ফ্রান্সের ১১০তম আসর। ১ জুলাই স্পেনের বিলবাও থেকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতা শেষ হবে ২৩ জুলাই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের চাম্পস এলিসি রোডে। ২১ ধাপের এই লড়াইয়ে এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ১৫ ধাপ। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এবারের ট্যুর ডি ফ্রান্স আলোচনায় এসেছে বিচিত্র এক ঘটনায়। কাল ১৫তম ধাপ চলার সময় রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বেশ কিছু দর্শক। তাদের মধ্যে একজন সেলফি তুলতে আচমকা রাস্তায় ঢুকে পড়েন। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই দর্শকের হাতের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে যুক্তরাষ্ট্রের সাইক্লিস্ট সেপ কুসের। পেছনে থাকা সাইক্লিস্টরা ব্রেক কষলে ঘটে আরও বড় দুর্ঘটনা। সাইকেলে সাইকেলে সংঘর্ষের পর হুড়মুড়িয়ে পড়েন অন্তত ২০ সাইক্লিস্ট। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নেদারল্যান্ডসের ভাউট পোয়েলস, বেলজিয়ামের নাথান ফন হোইডঙ্ক, কলম্বিয়ার ইগান বেরনাল, কোস্টারিকার আন্দ্রেই আমাদোর, স্লোভেনিয়ার তাদেই পোগাকার, ডেনমার্কের আন্তোন চারমিগ ও ইয়োনাস ভাইনগার্ড, অস্ট্রিয়ার মাইকেল গোগলসহ আরও ১৪ জন। সেপ কুস হাতে সামান্য আঘাত পেলেও নাথান ফন হোইডঙ্ক ও ২০১৯ সালের চ্যাম্পিয়ন ইগান বেরনালের চোট বেশ গুরুতর ছিল।

১৫তম ধাপটি ছিল লে গেটস থেকে সেন্ট গেরভা লে বাঁস পর্যন্ত। ১৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই যাত্রাপথে ৪৫২৭ মিটার উঁচুতে অবস্থিত স্থান পাড়ি দিতে হয়। সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু সাইক্লিস্টরা ১২৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার সময় এক দর্শক সেলফি তুলতে চলাচলের রাস্তায় হাত বাড়ান। তিনি সেপ কুসকে থামাতে সাইকেলের হাতলবার ধরে টান দিলে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর কুসসহ আহত সব সাইক্লিস্ট প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ভালোভাবেই ১৫তম ধাপ শেষ করেছেন। এই ধাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ডাচ সাইক্লিস্ট ভাউট পোয়েলস।

দুর্ঘটনা সম্পর্কে ট্যুর ডি ফ্রান্সের ধারাভাষ্যকার ড্যান লয়েড বলেছেন, 'কেউ একজন ছবি তুলতে রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল। এ সময় চালকেরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এতেই এমন পরিণতি।' আরেক ধারাভাষ্যকার কার্লটন কিরবি ইউরোস্পোর্টকে বলেছেন, 'হঠাৎ এক ব্যক্তি তার বাহু দিয়ে চালকের কাঁধ আঁকড়ে ধরে। এরপর যেন সবাই ভূপাতিত হলো।'

দর্শক যখন সেলফি তোলার জন্য রাস্তার দিকে হাত পড়েন, তখন সাইক্লিস্টরা জটলার মধ্যে ছিলেন। এ কারণেই কেউ বুঝতে পারেননি বলে দাবি আহত কুসের, 'ওই জায়গা থেকে রাস্তাটা সরু হয়ে আসছিল এবং এক দর্শক রাস্তাতেই ছিল। মনে হয়েছে সে আমার সাইকেলের হাতলবার ধরে আটকানোর চেষ্টা করেছিল। কাজটা সে ভালো করেনি। সৌভাগ্যবশত আমি ভালো আছি। আশা করি বাকিরাও ঠিক আছে।' দর্শকের এমন কাণ্ড নিয়ে কথা বলেছেন ট্যুর ডি ফ্রান্সের পরিচালক ক্রিস্টিয়ান প্রুডহোম। তিনি দর্শকদের কাছ থেকে আরও দায়িত্বশীল আচরণ আশা করেছেন, 'আমাদের চাওয়া যাঁরা এখানে আসেন, তাঁরা যেন আরও সচেতন হন। মনে রাখা উচিত, তাঁরা এখানে চ্যাম্পিয়নদের দেখতে এসেছেন, টেলিভিশনে নিজেদের দেখাতে নয়।'

শাকিল সালমানের প্রতিরোধে পাকিস্তানের স্বস্তি

গল ঃ গল টেস্টে ৬ উইকেটে ২৪২ রান নিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিল শ্রীলঙ্কা। বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় দিনে ৭০ রানে বাকি ৬ উইকেট হারিয়ে ৩১২ রানে প্রথম ইনিংসে অলআউট হয় দিমুথ করুনারত্নের দল। বৃষ্টির কারণে পরের দুই সেশন মিলিয়ে পাকিস্তান মাত্র ৪৫ ওভার ব্যাট করতে পেরেছে। প্রবাত জয়াসুরিয়ার তোপে বেশ চাপে পড়লেও ৫ উইকেটে ২২১ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান। ফিফটি তুলে নেওয়া সৌদ শাকিল ও আগা সালমান অপরাজিত থেকে দিনের খেলা শেষ করেছেন।

গতকালই সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ৬ রান দূরে ছিলেন ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা। আজও টেল এন্ডারদের নিয়ে লড়াই করেছেন। ১৭৫ বলে সেঞ্চুরি করা ডি সিলভা আউট হন নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে। শেষ উইকেট জুটিতে বিশ্ব ফার্নান্ডো ও কাসুন রাজিতা তোলেন ২৯ রান। শ্রীলঙ্কার ইনিংসের ১০ জন ব্যাটসম্যানই ক্যাচ আউট হয়েছেন। শ্রীলঙ্কার মাটিতে মাত্র চতুর্থবার ঘটল এমন, চারবারই এর শিকার শ্রীলঙ্কা। সর্বশেষ ২০১৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১০ জন লঙ্কান ব্যাটসম্যান এক ইনিংসেই ক্যাচ দিয়ে ফিরেছিলেন।

প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে বিপদে পড়েছিল পাকিস্তান। প্রবাত জয়াসুরিয়ার স্পিনে ১০১ রান তুলতেই ৫ উইকেট হারায় পাকিস্তান। আব্দুল্লাহ শফিক (১৯), বাবর আজম (১৩) ও সরফরাজ আহমেদকে তুলে নেন এই স্পিনার। টেস্টে ৫ ইনিংসে শ্রীলঙ্কার এই বাঁহাতি স্পিনারের মুখোমুখি হয়ে ৪ বারই আউট হলেন বাবর। ১৯ রান করে আউট হওয়ার আগে টেস্টে পাকিস্তানের প্রথম উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে ৩ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন সরফরাজ। ১ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন শফিক, পাকিস্তানিদের মধ্যে ইনিংসের হিসাবে যৌথভাবে তৃতীয় দ্রুততম ব্যাটসম্যান হয়েছেন তিনি।

তবে পাকিস্তান মূল লড়াইটা করেছে ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে। দেশের হয়ে অষ্টম টেস্ট খেলতে নামা আগা সালমান ও ষষ্ঠ টেস্ট খেলতে নামা সৌদ শাকিল মিলে দ্রুতলয়ে পাল্টা লড়াইয়ে পাকিস্তানকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন। ১৪৮ বলে ১২০ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন দুজন। ৮৪ বলে ৬১ রানে অপরাজিত আগা সালমান, অন্য প্রান্তে ৮৮ বলে ৬৯ রানে আছেন সৌদ শাকিল। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ৪৫তম ওভার শেষে বৃষ্টি নামায় বন্ধ ছিল খেলা। পুরো মাঠই ঢেকে দেওয়া কাভারে। বৃষ্টি এক সময় বন্ধ হলেও আলোর স্বল্পতা দেখা দেয়। এরপর দিনের খেলার ইতি টানার ঘোষণা দেন আম্পায়াররা। কালকের দিনে প্রথম সেশন দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম সেশনে এই জুটি টিকে গেলে টেস্টে শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে যাবে পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কার তাই লক্ষ্য যত দ্রুত সম্ভব পাকিস্তানকে অলআউট করা।

কেন সব স্মারক বেচে দিলেন বোথাম

লন্ডন ঃ গত মাসেই জানা গিয়েছিল ক্যারিয়ারে অর্জিত অনেক পুরস্কার ও স্মারক বেচে দেবেন স্যার ইয়ান বোথাম। কাল সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, লন্ডনে সারের হোমগ্রাউন্ড ওভালের লং রুমে আয়োজিত নিলামে ২০০-এর বেশি স্মারক বেচে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের এই কিংবদন্তি অলরাউন্ডার। ১৯৮১ সালের অ্যাশেজ, যেটা 'বোথামের অ্যাশেজ' নামে খ্যাত, সেই সিরিজে জেতা কিছু পুরস্কারও বেচেছেন বোথাম।

সেই সিরিজে এজবাস্টনে চতুর্থ টেস্টে মাত্র ১ রানে অস্ট্রেলিয়ার ৫ উইকেট নিয়েছিলেন বোথাম, ইংল্যান্ড তাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ জিতেছিল। সেই ম্যাচের বলটি স্মারক হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন বোথাম। ২০ হাজার পাউন্ডে বলটি বিক্রি করেছেন।

হেডিংলিতে তৃতীয় টেস্টের একটি স্টাম্পও রেখে দিয়েছিলেন, 'হেডিংলি ৮১' নামের সেই স্টাম্প বোথাম বিক্রি করেছেন ১১ হাজার ডলারে। সেই টেস্টে ফলোঅনে নামা ইংল্যান্ডের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন বোথাম। পরে বব উইলিসের বিধ্বংসী বোলিংয়ে (৮৪৩) ইংল্যান্ড ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচটি জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নেওয়া বোথাম ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসেও ফিফটি তুলে নেওয়ায় ম্যাচসেরা হয়েছিলেন।

ম্যাচসেরার সেই পদক ১৯ হাজার পাউন্ডে বিক্রি করেছেন বোথাম।

তবে আশ্চর্যের বিষয়, নিলামে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হওয়া স্যুভেনিরটির সঙ্গে ক্রিকেটের কোনো যোগসূত্র নেই। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সাবেক মিডফিল্ডার স্যামি ম্যাকইলরয় ১৯৭৭ চ্যারিটি শিল্ডে লিভারপুলের বিপক্ষে খেলেছিলেন। সেই ম্যাচে ইউনাইটেডের যে জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন ম্যাকইলরয়, সেটি তিনি পরে বোথামকে দিয়েছিলেন। সেই জার্সি বিক্রি হয়েছে ২৩ হাজার পাউন্ডে। নিলামের আগে এর প্রাক্কলিত দাম ধরা হয়েছিল ৩ হাজার পাউন্ড।

ইংল্যান্ড টেস্ট দলের ব্লেজার, সমারসেটের টুপিও বেচে দিয়েছেন বোথাম। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অধিনায়ক অ্যালান বোর্ডারের দেওয়া 'ব্যাগি গ্রিন' টুপি বিক্রি হয়েছে ১৩ হাজার পাউন্ডে। ১৯৯২ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের যে নীল রঙের জার্সিটি পরেছিলেন, সেটিও বেচেছেন ১১ হাজার ডলারে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'মেইল অনলাইন' জানিয়েছে, বোথাম বাসায় এমন স্যুভেনির সংখ্যা কমাতে পুরস্কার ও স্মারকগুলো নিলামে তুলেছেন। এই নিলাম পরিচালনা করছে নরফোক অঞ্চলের নাইটস অকশনার্স। নিলামকারী টিম নাইট বলেছেন, 'লর্ড বোথামের নামের সঙ্গে জাদু আছে এবং যেটার চুম্বক অংশ হতে পারে ১৯৮১ অ্যাশেজ, যা আমরা বোথামের অ্যাশেজ বলে জানি।'

ইংল্যান্ডের হয়ে ১৫ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে নিজেকে কিংবদন্তি অলরাউন্ডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন ৬৭ বছর বয়সী বোথাম। ১০২ টেস্টে ৫২০০ রান করা সাবেক এই পেস অলরাউন্ডার ১৪টি সেঞ্চুরি ও ২২টি ফিফটি তুলে নিয়েছেন। ১১৬ ওয়ানডেতে ২১১৩ রান করলেও সেঞ্চুরি নেই। বল হাতে ৩৮৩ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের হয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন, যা পরে ভেঙে যায়। ১২০টি ক্যাচ নিয়েছেন, যার মধ্যে স্লিপে কিছু দারুণ ক্যাচও আছে। অবসর নেওয়ার পর ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার ও কলাম লেখক হিসেবেও সুনাম কামিয়েছেন বোথাম।

নতুন কিউরেটর নিয়োগ দিল বিসিবি

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ কিউরেটর হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার টনি হেমিংকে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, 'ক্রিকেট মাঠ ও মাটির প্রস্তুতিতে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ কিউরেটর' হেমিংয়ের সঙ্গে দুই বছর মেয়াদি চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশে আসার আগে অস্ট্রেলিয়ার পার্থের ওয়াকার ক্রিকেট মাটিবিশেষজ্ঞ ও পরামর্শক ছিলেন হেমিং। এর আগে আইসিসি ক্রিকেট একাডেমির ও দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের প্রধান কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ওয়াকার পাশাপাশি পার্থের নতুন স্টেডিয়াম অপ্টাস স্টেডিয়ামের অ্যারেনা ম্যানেজারের ভূমিকায় ছিলেন তিনি। ২০২১ সালে এএফএল (অস্ট্রেলিয়ান রুলস ফুটবলের ফাইনাল) গ্র্যান্ড ফাইনাল হয়েছিল অপ্টাস স্টেডিয়ামে। সে ম্যাচের মাঠ প্রস্তুতকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন হেমিং। 'হেমো' ডাকনামের হেমিংকে এ ক্ষেত্রে 'কিংবদন্তি' ডাকা হয়। এর বাইরেও ক্রিকেটে বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন তিনি। ওমান ক্রিকেট একাডেমিতে আইসিসির পিচ পরামর্শক ছিলেন। আইসিসি ক্রিকেট একাডেমির আন্তর্জাতিক উপস্থাপক ও প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। ক্রিকেটের বাইরে ফুটবলেও কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে কিং ফাহাদ ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল স্টেডিয়ামে অ্যারেনা ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাংলাদেশের বড় ও নিয়মিত দুটি আন্তর্জাতিক ভেন্যু মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়াম ও চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আছেন দুজন বিদেশি কিউরেটর। মিরপুরের প্রধান কিউরেটর শ্রীলঙ্কার সাবেক টেস্ট ক্রিকেটার গামিনি ডি সিলভা। চট্টগ্রামে এ দায়িত্ব পালন করছিলেন প্রবীণ হিঙ্গনিকার। গত এপ্রিলে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন হিঙ্গনিকার।

অটোমান সাম্রাজ্য ঃ বংশের ধারা ধরে রাখতে উপপত্নীরা যে ভূমিকা রেখেছেন

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ এই নিবন্ধটি পড়ার পরে, অটোমান সাম্রাজ্যের হেরেম সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে পারে। অটোমান সাম্রাজ্যের হেরেমগুলোর একটি ক্ষেত্রে ধন্যবাদ প্রাপ্য কারণ তারা, ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী কিছু নারী চরিত্রকে সামনে আনতে পেরেছে। ইয়েল ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অ্যালেন মিখাইল বিবিসিকে বলেছেন, অটোমান ইতিহাসের ছয়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে, প্রায় সমস্ত সুলতানের মায়েরা আপাতদৃষ্টিতে ক্রীতদাস ছিলেন।

বিশ্বের অন্যতম বড় এই সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারা টিকিয়ে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। আর এক্ষেত্রে নারীদের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়।

তুরস্কের মিডল ইস্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক এব্রো বোয়ার তার 'অটোমান উইমেন ইন পাবলিক স্পেস' বইতে লিখেছেন যে এই নারীদের মধ্যে অনেকেই শুধু হেরেমের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেননি।

তারা শুধুমাত্র সুলতানদের যৌন দাসী এবং তাদের সন্তান জন্মদানকারী নারী হওয়ার ভূমিকায় সীমাবদ্ধ থাকেননি। হেরেমের অনেক নারীই এই প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন।

তার ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যাদেরকে বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা গেছে।

অটোমান সাম্রাজ্যের অনেক যুবরাজ এবং সুলতান প্রেম করে বিয়ে করেছেন, আবার অনেক বৈবাহিক সম্পর্ক রাজনৈতিক এবং কৌশলগত কারণেও হয়েছিল।

যেমন, অটোমান শাসকরাও রাজনৈতিক জোট প্রতিষ্ঠা বা শক্তিশালী করার জন্য এই অঞ্চলের অন্যান্য নেতাদের কন্যাদের বিয়ে করেছিলেন।

অধ্যাপক এব্রো বোয়ার এই তথ্যগুলো জানিয়েছেন।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সুলতানদের এই সাধারণ প্রবণতায় বড় ধরণের পরিবর্তন দেখা দেয়।

সুলতানরা চাইতেন যে তাদের সন্তান, রাজকুমার এবং ভবিষ্যৎ সুলতানরা যেন তাদের স্ত্রীর চেয়ে তাদের উপপত্নীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, মিখাইল বলেন। অন্য কথায়, তারা সন্তান ধারণের জন্য হারেম থেকে একজন নারীকে বেছে নিতেন। অধ্যাপক বোয়ার বলেন যে, স্বাধীন নারী যারা একটি নির্দিষ্ট পরিবার বা অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল, তাদের এভাবে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুলতানরা তাদের উত্তরাধিকার ধরে রাখতে বা তাদের সন্তানের মা হিসেবে রাজনৈতিক সম্পর্কহীন নারীদের বেছে নিতে শুরু করেন। অধ্যাপক বোয়ার বলেন যে, ওই সময়ে, সুলতানের সন্তানদের একজন যদি তার স্ত্রীর গর্ভে এবং অন্যজন উপপত্নীর গর্ভে জন্ম নেয়, তবে উভয়েরই সিংহাসনে বসার সমান অধিকার ছিল।

শাসকরা এসব রক্ষিতাদের বিয়ে করার চিন্তা না করেই সন্তান জন্ম দিতেন।

অটোমান শাসকদের বিজয়ের ফলে অনেক নারীকে জোরপূর্বক সাম্রাজ্যের রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ইয়েল ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অ্যালেন মিখাইল বলেছেন, যদি আমরা সাম্রাজ্যের প্রাচীন সময়ের কথা বলি, তাহলে দেখা যাবে এই নারীদের মধ্যে অনেকেই দক্ষিণ এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে এসেছিলেন, অর্থাৎ বর্তমান রোমানিয়া এবং ইউক্রেন থেকে। সেইসাথে দক্ষিণ রাশিয়া, কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল এবং ককেশাস থেকে। একবার এই নারীরা সাম্রাজ্যের হেরেমে প্রবেশ করলে, তারা সুলতানের সম্পত্তিতে পরিণত হন, যার সাথে সুলতান যৌন মিলনের অধিকার রাখেন।

তবে অধ্যাপক বোয়ারের মতে যে বিষয়টি একজন সাধারণ উপপত্নীকে শক্তিশালী করে তুলেছিল সেটি হল, সুলতানের সন্তান জন্ম দেয়া, 'বিশেষত যদি একটি ছেলে সন্তান হয়'।

ওই সময়ে অনেক শিশু স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে অল্প বয়সেই মারা যেতো, এবং এ কারণে ওই যুগে বেশি সংখ্যাক পুরুষ উত্তরাধিকারী জন্ম দেয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হত।

মিখাইল বলেন, বেশি বেশি সন্তান জন্ম দেয়ার পেছনে আরেকটি কারণ হল, একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে একজন রাজপুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হতো, যেখানে তার মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল।

অটোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল বংশের ধারা টিকিয়ে রাখা এবং সেক্ষেত্রে যদি কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকত, তবে এই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত।

যে কারণে আরও বেশি পুরুষ সন্তান থাকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যাতে তাদের একজনের কিছু ঘটে গেলে মানে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে,

অন্য সন্তানটি সেখানে দায়িত্ব নিতে পারে।

অধ্যাপক মিখাইল বলেছেন, হেরেমের ভেতরে মা ও ছেলে 'একটি দলের' মতো থাকতেন।

সুলতানের উত্তরাধিকারী হওয়ার দৌড়ে, মায়েরা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ তারা তাদের সন্তানদের শীর্ষ পদে পৌঁছাতে সাহায্য করতেন। কোন ছেলে সন্তান তার বাবার সবচেয়ে প্রিয় হবে? সেরা শিক্ষা কে পাবে? কোন ছেলে বড় হয়ে রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদ পাবে?'

এভাবে শুধু উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নয়, তাদের মায়েদের মধ্যেও প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

যখন এই শিশুরা বড় হয়, ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে এলেই, তাদের নিজেদেরকে উত্তরাধিকারের যোগ্য প্রমাণ করতে হত। এবং তাদের বিভিন্ন পদ বা কাজ অর্পণ করা হত, যেমন উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোট শহর শাসন করার সুযোগ দেয়া হত।

তখন এই শিশুদের সঙ্গে তাদের মায়েরা থাকতেন, সঙ্গে আরও থাকতেন উপদেষ্টাদের একটি দল।

একটি ১২-১৩ বছর বয়সী কিশোর, যাকে একটি শহরের গভর্নর নিযুক্ত করা হলো, স্বাভাবিক যে সে এই ধরনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হবে না। তাই এটি স্পষ্ট যে এই ছোট শহরগুলোর ব্যবস্থাপনায় তাদের মায়েরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, বলেন অধ্যাপক মিখাইল।

যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে, রাজপুত্র শহরের গভর্নর ছিলেন, কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন।

ইতিহাসবিদরা ওই সময়ে লেখা দলিল, আদালতের নথি এবং চিঠি থেকে জেনেছেন যে, সেসময় কিশোর গভর্নরদের মায়েরাই আসলে শহরটি পরিচালনা করতেন।

তবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে।

অবশ্যই, যদি আপনার ছেলে সুলতান হয়, তাহলে পরিবারে আপনার অবস্থান বদলে যাবে। আর আপনি রাজমাতার স্বীকৃতি পাবেন এবং পরিবারের একজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবেন।

সুলতানের মায়ের অবস্থান সব সময় খুব শক্তিশালী ছিল এবং অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এই মায়েরা বিভিন্ন সময়ে প্রাসাদে প্রচুর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।

ছয়শ বছরেরও বেশি সময়ের অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে, প্রায় সকল সুলতানের মায়েরাই আপাতদৃষ্টিতে ক্রীতদাস ছিলেন।

'যারা এ সাম্রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেননি, সম্ভবত বড় অংশই খ্রিস্টান পরিবার থেকে এসেছিলেন। এবং যাদেরকে হেরেমে প্রবেশ করার পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল'।

ইস্তাম্বুলের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ হল তোপকাপি প্রাসাদ, যা প্রায় ১৪৭৮ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত অটোমান রাজদরবারের প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং বাসস্থান ছিল।

প্রাসাদে প্রবেশ করলে দেখা যায় হেরেমটি অটোমান সাম্রাজ্যের সরকারি কার্যালয়ের ঠিক পাশেই অবস্থিত।

হেরেমে থাকা নারীরা সে সময় সুলতানের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা এবং জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী, যারা সুলতানের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে ছিলেন, তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। এভাবে, এই নারীরা 'ক্ষমতার কেন্দ্রে' থাকতেন।

অধ্যাপক মিখাইল বলেছেন যে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে সরকারী বিভিন্ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে দেখার পরে, তারা নিজেরাও এতে জড়িয়ে পড়েন।

এভাবে সাম্রাজ্যের বাস্তবতা ছিল 'যে যোগ্য, সেই টিকে থাকবে' বলেন মিখাইল।

যে মা দ্রুত শিখতে পারতেন এবং তিনি তার ছেলেকে যা শেখাতে পারতেন, সেটাই বিশ্ব শাসনে কাজে লাগত।

হেরেমটি তখন ভবিষ্যৎ সুলতানদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। প্রথম সুলতান সেলিমের জীবনী 'গডস শ্যাডো'তে একজন গবেষক বর্ণনা করেছেন, সেলিম ১৪৭০ থেকে ১৫২০ সাল পর্যন্ত তুরস্ক শাসন করেছেন।

তিনি লিখেছেন যে, হেরেম, যাকে কিংবদন্তি মর্যাদা দেওয়া হয়, সেটি একটি স্কুলের মতো ছিল, যেখানে সমস্ত বিলাসিতা রয়েছে। যা কোন একটি সাধারণ মুসলিম পরিবারের চিন্তার বাইরে ছিল।

ওই গবেষকের মতে, সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের পর তিনজন শক্তিশালী উত্তরাধিকার ছিলেন, যারা সবাই সুলতানদের উপপত্নীদের ছেলে ছিলেন এবং সবাই হেরেমে একই ধরণের শিক্ষা লাভ করেছিলেন - ভাষা, দর্শন, ধর্ম, সামরিক শিক্ষা।

তাদের মধ্যে প্রথম সেলিম প্রভাবশালী ছিলেন, যার শাসনামলে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে।

উত্তরাধিকারের দৌড়ে টিকে থাকার লড়াইয়ে সৎভাইরা প্রায়শই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠত, এমনকি কেউ কেউ শত্রুও হয়ে পড়তো।

এর কারণ সম্ভবত তাদের মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা ঘনিষ্ঠ ছিল না, যদিও তাদের বাবা একজনই, তারপরও তাদের মধ্যে সবসময় প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব ছিল।

এমনকি শিশু থাকা অবস্থাতেই তাদেরকে হেরেমে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো যেন তারা নিজেদেরকে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শেখে। কয়েক বছর পর, কিশোর বয়সে, তাদেরকে বিভিন্ন শহরে পাঠানো হতো, এতে সৎভাইদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আরও কমে যেতো।

সুলতানের কোন ছেলে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে, তিনি শুরুতেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূল করে দিতেন বা মেরে ফেলতেন। এবং এটি বেশ সাধারণ বিষয় ছিল, বিশেষ করে সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে।

যেমন, সিংহাসনে বসার পরপরই প্রথম সেলিম তার দুই সৎ ভাইকে হত্যা করেছিলেন।

অধ্যাপক মিখাইল তার বইতে ব্যাখ্যা করেছেন যে সাধারণত বড় ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন পেতেন, তবে নিয়মানুযায়ী যে কোনও পুরুষ উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসার অধিকারী ছিলেন। তাই উত্তরসূরিদের অধিকাংশই ছিলেন রক্তপিপাসু।

অধ্যাপক বোয়ার বলেছেন যে, প্রকৃত সত্য হল, যে উপপত্নীরা 'সুলতানের পছন্দের' ছিলেন তাদের সন্তানদেরই সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতা দেয়া হতো।

এক কথায় তারা 'সুলতানের হৃদয়ের দরজা দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারে' পৌঁছুতে পারতেন।

এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন ইউক্রেনীয় বংশোদ্ভূত ক্রীতদাস রোকসেলিনা, যিনি সুলতান সুলেমানের প্রেম জয় করে ইতিহাসের পাতায় নিজেকে 'মহান রাণী' হিসেবে পরিচিতি দিতে পেরেছিলেন। অপহরণের পর তাকে দাস হিসেবে সুলেমানের হেরেমে বিক্রি করা হয়, তখন তিনি কিশোর বয়সী ছিলেন।

প্রথমে তিনি সুলতানের প্রিয় দাসী হয়ে ওঠেন, তারপর তার স্ত্রী এবং তারপরে তিনি সুলতানের একাধিক সন্তানের মা হন।

কিন্তু সুলতান সুলেমান, যিনি ১৫২০ থেকে ১৫৬৬ সাল পর্যন্ত শাসন করেছিলেন, তার আগে থেকেই অন্য নারীর সাথে একটি পুত্র সন্তান ছিল, যার নাম ছিল মুস্তফা।

এবং মুস্তাফা সিংহাসনের উত্তরাধিকারের জন্য শক্তিশালী প্রার্থী ছিলেন।

কিন্তু রোকসেলিনা নিজেই বেশ শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি তার ছেলেকে পরবর্তী সুলতান বানাতে মরিয়া হয়ে পড়েন।

তিনি সুলতান সুলেমানকে বোঝালেন যে মুস্তফা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করছেন।

রাজদ্রোহের দায়ে সুলতান তার পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং রোকসেলিনার পুত্র দ্বিতীয় সেলিম সিংহাসনে বসেন।

অধ্যাপক বোয়ার বলেছেন, ১৬শ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় ১৭শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, প্রাসাদে এমন নারীরা ছিলেন, যারা ক্রীতদাস হিসেবে হেরেমে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে রাজনৈতিকভাবে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।

একটি বিষয় তিনি তার লেখায় স্পষ্ট করেছেন, অটোমান সাম্রাজ্যে একজন ক্রীতদাসের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

যখন আমরা ক্রীতদাস শব্দটি শুনি, তখন আমরা ট্রান্সআটলান্টিক ক্রীতদাস বাণিজ্যের কথা ভাবি - যেখানে আফ্রিকার মানুষদের আমেরিকা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, অধ্যাপক মিখাইল বলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, অটোমান সাম্রাজ্যে দাসত্ব কোন বংশগত প্রথা ছিল না। একজন দাস স্বাধীন হতে পারেন।

কিন্তু তাদের সন্তানরা স্বাধীনভাবে চলতে পারতেন।

অধ্যাপক মিখাইল তার বইতে লিখেছেন যে, প্রথম সেলিমের মা গুলবাহার খাতুনের বাবা অটোমান সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

কিন্তু একই সাথে তিনি তার মেয়েকে উপপত্নী হিসাবে সুলতানের কাছে দেন। মূলত সামাজিক সুবিধা পাওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি এই লেনদেন করেছিলেন।

গুলবাহার জানতেন, তিনি তার নিজের শহরের চেয়ে প্রাসাদে আরও আরামদায়ক জীবনযাপন করতে পারবেন।

তিনি একজন সুলতানের মা হওয়ার সুযোগ পাবেন এবং তাই সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমনকি বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর নারীর ভূমিকা নিতে পারবেন। এবং তাই হয়েছিল। তিনি সরকারি কার্যক্রমেও তার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন, অটোমান রাজার মায়েদের জন্য যা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল।

টুকরো খবর

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার বেশ কয়েকটি টিয়াপাখী

শিলিগুড়ি। অবৈধভাবে বাড়িতে টিয়াপাখী রেখেছিল এক ব্যক্তি, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবেশ দপ্তরের অভিযানে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি টিয়াপাখী। রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর এলাকাতে অভিযান চালায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবেশ দপ্তরের দল। সেখানে একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৮ টি টিয়া। টিয়াগুলোকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেয় পুরনিগমের কর্মীরা। পুরনিগমের পক্ষ থেকে যার বাড়িতে টিয়াপাখীগুলি রাখা ছিল সেই ব্যক্তিকে একটি নোটিস দেওয়া হয়েছে এবং আগামীকাল তাকে পুরনিগমের কার্যালয়ে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় উল্টে গাড়ি, আহত ২ জন

শিলিগুড়ি ঃ রবিবার সকালে মাটিগাড়া সংলগ্ন চাঁদ মনি বাগানের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি চারচাকা গাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছে দুজন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে গাড়িটি উদ্ধার করে । আহত দুজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেটের সামনে দুই যুবকের ওপর লুটপাট

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন নাম্বার গেটের সামনে থেকে ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল বিকেল ৩.৩০ নাগাদ এক ছাত্রী বাজার করে হোস্টেলে ফিরছিল সেই সময় ২ যুবক বাইকে চেপে এসে তার হাত থেকে মোবাইলসহ তার ব্যাগ ছিনতাই করে। সেই ঘটনা দেখে কিছু স্থানীয় তাদের আটকানোর চেষ্টা করলে তাদের ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ওই দুই যুবক। গতকাল সন্ধে নাগাদ মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই ছাত্রীর পরিবার। পুরো ঘটনা তদন্তে নেমেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

শিলিগুড়িতে রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে এলো শ্রেষ্ঠ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

শিলিগুড়ি। রবিবার সোসাইটির কার্যালয়ে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এই শিবিরে এলাকার প্রচুর মানুষ রক্ত দান করেন। প্রসঙ্গত গত কয়েক মাস ধরেই উত্তরবঙ্গ জুড়ে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। আর তাই শিলিগুড়ি শহরে এই রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে এসেছে শ্রেষ্ঠ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। রবিবার দুপুরে সোসাইটির কার্যালয়ে পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ।এদিনের এই শিবিরে এলাকার বিভিন্ন বয়সের প্রচুর মানুষ নিজের রক্ত দান করেন। জানা গিয়েছে এই শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত তুলে দেওয়া হবে শিলিগুড়ির তেরাই লাইন্স ব্লাড ব্যাংকে।রক্তের সংকট মেটাতে রানিডাঙ্গা এলাকায় সারদা শিশু তীর্থ স্কুলে রক্তদান শিবির রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে রানিডাঙ্গা সারদা শিশু তীর্থ স্কুল । রবিবার স্কুল প্রাঙ্গনে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই রক্তদান শিবিরের সহযোগিতায় ছিল এলো পূর্ব ধনসরা জোত জনকল্যাণ সমিতি।

হারিয়ে যাওয়া ব্যালট বক্স উদ্ধার। ঘটনা রবিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে। ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর ১৮২২৫ হাকিমপাড়া বিএফপি বিদ্যালয়ে ভোটগ্রহন হয়েছিল।কিন্তু ভোট শেষ হলে ব্যালট বক্স গুলি লুঠ হয়ে যায়। রাত পর্যন্ত অনেক খোজাখুজি করেও একটিও পাওয়া যায়নি। অবশেষে রবিবার দুপুরে ওই এলাকার পানা পুকুর থেকে ১ টি এবং নর্দমা থেকে ১ টি ব্যালট বাক্স মোট ২ টি বক্স উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবী পঞ্চায়েত সমিতির ব্যালট বক্সটি এখোনও নিখোঁজ যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখোনও পর্যন্ত কোনোও বক্তব্য পাওয়া যায়নি অপরদিকে আজ ওই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ান দের সাথে নিয়ে এলাকায় যায় পুলিশ। এলাকায় জিজ্ঞাসাবাদ করে অপরদিকে এই ঘটনায় তৃনমূল ও বিজেপি উভয়কেই উভয়কে দোষারোপ করছে

মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের ২২৪ নম্বর বুথে তৃণমূল ও সিপিএম কংগ্রেস জোট সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

মালদা ঃমালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের সুলতান নগর অঞ্চলের যোগীলাল গ্রামে রবিবার সকাল থেকেই সিপিএম কংগ্রেস জোটের সঙ্গে তৃণমূল সমর্থকরা ব্যাপক সংঘর্ষ চলে। ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যোগী লাল গ্রাম। উভয়পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে মোট ১৫ জন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের আশঙ্কা জনক অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।ভোট পরবর্তী হিংসার জের থমথমে হয়ে রয়েছে যোগীলাল এলাকা। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। গ্রাম জুড়ে চলছে পুলিশে টহলদারি।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যোগী লাল গ্রামের ২২৪ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে এলাকার সিপিএম এবং কংগ্রেস সমর্থকদের গন্ডগোল বেধে যায়। দুপক্ষই ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একে ওপরের ওপর চড়াও হয়।এবং এই সংঘর্ষের জেরে প্রায় ১৫ জন আহত হয়। দুইপক্ষই হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ জমা করেছে।অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে পড়েছে।ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা।

বুকিনবাড়ির ১১১৭১ নম্বর বুথে পুনঃভোট দাবি করেছে বিজেপি

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের বুকিনবাড়ি এলাকায় ১১১৭১ নম্বর বুথে পুনঃনির্বাচনের দাবি করছেন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। রবিবার মিছিল করার পর শত শত বিজেপি কর্মী ও সমর্থক ডিসিআরসির দিকে রওনা দেন। তাঁর অভিযোগ, 'গতকাল ভোটের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর তৃণমূল কর্মীরা ভোটকেন্দ্রের দরজা বন্ধ করে ভাঙচুর চালায়। বিক্ষোভে যোগ দেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী ও নেতারা। কালচিনি বিডিও অফিসে দীর্ঘ দিন ধরে বিক্ষোভ করছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

বুকে বাঁশ ঢুকে যাওয়ায় মাঝরাস্তায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়

শিলিগুড়ি ঃ বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় বাঁশের খোঁচায় মৃত্যু হল যুবকের। মহম্মদ সাদিক (২৫) নামে ওই মৃতের বাড়ি শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট অঞ্চলের কুচিয়ামোড়। এদিন ৩ জন বাইকে চেপে কাজ শেষে বাড়ির পথে যাচ্ছিল। সে সময় মাঝ রাস্তায় বটতলা এলাকায় বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আনা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। ওই বাঁশই যুবকের বুকে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যায় যুবক। রক্তাক্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় পরে, স্থানীয়রা উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাঁশটি উদ্ধার করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। যুবকের বাবা মহম্মদ ফইজু বলেন, কাজ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছেলের। ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

‘রিজার্ভ পরিস্থিতি রেড জোনে আছে’

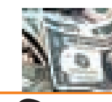

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দেশে প্রথমবারের মতো প্রকৃত রিজার্ভ কত আছে সেটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সে হিসেবে দেশে এ মূহূর্তে রিজার্ভ আছে ২৩ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার। এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংক দুই পদ্ধতিতে রিজার্ভের হিসাব প্রকাশ করেছে। একটি হচ্ছে- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফএর শর্ত মেনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি, আরেকটি হচ্ছে- বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পদ্ধতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী রিজার্ভ আছে প্রায় ত্রিশ বিলিয়ন ডলার। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে প্রকৃত রিজার্ভ সাড়ে তেইশ বিলিয়ন ডলার বলা হলেও নেট রিজার্ভ অর্থাৎ এখনই ব্যবহার করা যাবে এমন রিজার্ভ হবে আরও তিন থেকে চার বিলিয়ন ডলার কম। তারা বলছেন, রিজার্ভ ধরে রাখতে যেসব সংকোচনমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেগুলোকে কার্যকর রেখেই রিজার্ভ বৃদ্ধির প্রবণতা তৈরি করতে হবে। অন্যথায় রিজার্ভ হতে পারে খুব শিগগিরই গভীর দুঃশ্চিন্তার কারণ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কত আছে এনিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সরকার ও নিরপেক্ষ গবেষণা সংস্থাগুলোর মধ্যে বিতর্ক চলছিলো অনেক দিন ধরেই।

কাশ্মীরে সরকারের দাবি মতো সত্যিই কি ‘শান্তি’ ফিরেছে?

শ্রীনগর (এজেন্সী) ঃ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়ার পক্ষে সাফাই দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে একটি নতুন হলফনামা পেশ করে বলেছে যে ২০১৯য়ের অগাস্ট মাসের পর থেকে সেখানে শান্তি ও সমৃদ্ধির সময়কাল শুরু হয়েছে।

ওই হলফনামায় লেখা হয়েছে,৫ই অগাস্ট, ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করার পরে, শান্তি ও সমৃদ্ধির সময় শুরু হয়েছে। এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং নিয়মিত হরতাল, বনধ ও পাথর ছোঁড়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়েছে।

এই হলফনামায় সরকার দাবি করেছে যে, গত চার বছরে কাশ্মীরের পরিস্থিতির শুধু যে আগের থেকে কয়েক গুণ উন্নতি হয়েছে তাই নয়, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ৪৫ শতাংশ কমে গেছে।

সংবিধানের ৩৭০ ধারা, যেটি ভারত শাসিত কাশ্মীরের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ হিসাবে ছিল, সেটি তুলে নেওয়া সম্পর্কিত মামলার ওপরে প্রতিদিন শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। আদালত সিদ্ধান্ত নেবে যে সরকারের ওই সিদ্ধান্ত সংবিধান অনুযায়ী নেওয়া হয়েছিল কি না।

শুনানি শুরুর আগে, সুপ্রিম কোর্টে ১৯-পৃষ্ঠার একটি হলফনামা জমা দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, যেখানে ৪০টি পয়েন্টের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে ২০১৯ সালে রাজ্যকে দেওয়া বিশেষ মর্যাদা সরিয়ে দিয়ে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করার ফলে অনেক সুবিধা হয়েছে এবং পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক শান্ত ও স্বাভাবিক হয়েছে।

গত বছর, জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, আমি ভারত শাসিত কাশ্মীরে সংবাদ সংগ্রহের কাজে থেকেছি। সরকার যা দাবি করছে যে হরতাল বা বনধ এখন আর হয় না, সেটা আমি শ্রীনগরের ডাউনটাউন এলাকা থেকে শুরু করে লাল চক, শোপিয়ান, কুলগাম, পুলওয়ামা সহ দক্ষিণ কাশ্মীরের অনেক জেলাতে নিজেই দেখেছি।

শ্রীনগরের রাস্তায় প্রচুর সংখ্যক পর্যটক দেখা যায় এবং সরকারি পরিসংখ্যান থেকেও জানা যায় যে লকডাউনের পর থেকে কাশ্মীরের পর্যটন সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সেটাকে আমরা শুধুই সাদা আর কালো হিসাবে না দেখে কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে এটা জানার চেষ্টা করেছি যে হলফনামায় সরকারের করা দাবিগুলিকে তারা কীভাবে দেখেন?

নাম প্রকাশ না করার শর্তে, শ্রীনগর সংলগ্ন গান্দেরবাল জেলার একজন বাসিন্দা আমাদের বলেছেন, সরকার যাকে শান্তি বলছে তা হল জনগণের নীরবতা, ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি পরোক্ষ ভাবেও লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসনের সমালোচনা করে কিছু বললে, সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে থানায় ডাকা হয়।

তিনি বলছেন, কোন ধর্মঘট বা বনধ না থাকার সবচেয়ে বড় কারণ হল হুরিয়াতের অফিস তালাবন্ধ। হুরিয়াতের নেতারা আজ হয় জেলে অথবা এত বছর ধরে গৃহবন্দী। হুরিয়াতই বেশিরভাগ বনধ ডাকত কিন্তু তাদের তো একরকম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সবকিছু যদি স্বাভাবিক থাকবে, তাহলে মীরওয়াইজ উমর ফারুককে কেন গৃহবন্দি রাখা হচ্ছে? সর্বত্র সেনা সদস্যদের এত কঠোর অবরোধ কেন?

বিবিসিকে ২০২২ সালে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা বলেছিলেন যে কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়নি। তবে বিবিসি ওই দাবির সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে বাস্তবে অন্য কিছু দেখেছিল।

আজও মীরওয়াইজ উমর ফারুককে বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি।

কাশ্মীরে স্বাধীন মানবাধিকার সংগঠন আর প্রায় নেই বললেই চলে।

কাশ্মীরের সুপরিচিত মানবাধিকার কর্মী খুররম পারভেজকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের সন্ত্রাস দমন এজেন্সি এনআইএ গ্রেপ্তার করেছিল এবং তাকে সন্ত্রাস দমন আইনে অভিযুক্ত করা হয়। প্রায় আড়াই বছর ধরে কারাগারে আছেন মি. পারভেজ।

শ্রীনগরের ডাউনটাউন এলাকার বাসিন্দা,২৮-বছর বয়সী এক যুবক বলছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে কাশ্মীরের পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করছে, বাস্তব অবস্থা কিন্তু তা নয়।

তিনি বলেন, কাশ্মীরের পরিস্থিতি তখনই স্বাভাবিক বলা যাবে যখন সবাই একই ভাবে চিন্তাভাবনা করবে। এখনও অনেকেই মনে করেন যে আমাদের বন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছে। বেকারত্ব রয়েছে। যেকোনো রাস্তায় গেলে বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি দেখা যাবে। নিরাপত্তার নামে থামানো হয়, যানবাহন আটকানো হয়। অ্যাম্বুলেন্সও থামিয়ে দেওয়া হয়। সরকার যদি এটাকে স্বাভাবিক বলে, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের মতে এটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়।

রিগাল চক হল শ্রীনগর বাজারের একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এখানেই দোকান চালানো ৪২-বছর বয়সী এক ব্যবসায়ী আবার বিশ্বাস করেন যে পরিবেশ পরিস্থিতি শান্তই আছে। এখন কোনো হরতাল নেই, তবে তার সঙ্গে ৩৭০ ধারার কোনও সম্পর্ক নেই।

তিনি বলেন, আমরা খুশি যে এখন কোনো ধর্মঘট নেই এবং অনেক কিছুই স্বাভাবিক রয়েছে। এর কৃতিত্ব সরকারকে দেওয়া উচিত। তবে এই সব বিষয়গুলিকে ৩৭০ ধারা সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত নয়। কাশ্মীরিদের মৌলিক অধিকার ছিল ৩৭০ ধারা,যা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরের একটি অংশ আবার বিশ্বাস করে যে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসনে দুর্নীতি ও কারচুপি আগের তুলনায় কমেছে।

শ্রীনগরের বাসিন্দা, ৭০-বছর বয়সী এক ব্যক্তি এই কারণে খুশি যে সরকারি কর্মচারীরা এখন নিজেদের কাজের ব্যাপারে অনেক নিষ্ঠাবান। প্রত্যেক কর্মচারীকে জবাবদিহি করতে হয়। কাজের জন্য ঘুষ দেওয়ার প্রথা এখন প্রায় বন্ধ।

সরকারের ‘শান্তি’ ফিরিয়ে আনার দাবির একটা প্রেক্ষাপট আছে।

গত প্রায় চার বছরে, বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন অর্থাৎ ইউএপিএ এখানে রেকর্ড মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আইনটিকেই সাধারণভাবে সন্ত্রাস দমন আইন বলা হয়।

কাশ্মীরে, ২০১৯ সালের পরে, ইউএপিএ এবং পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা জননিরাপত্তা আইনের অধীনে গ্রেপ্তারির ঘটনা বেড়েছে।

সমাজকর্মী ভেঙ্কটেশ নায়েকের তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী দায়ের করা একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা গেছে যে ২০১৪ সালে ইউএপিএ-এর অধীনে কাশ্মীরে মাত্র ৪৫টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে, ওই আইনে ২৫৫টি মামলা করা হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মতে, ২০১৯ সাল থেকে অগাস্ট ২০২১ পর্যন্ত, কাশ্মীরে ২৩০০ জনেরও বেশি মানুষের উপর ইউএপিএ আরোপ করা হয়েছিল, ওই আইনে মামলা হয়েছে ১২০০টি।

জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর ২০২১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে দেশে সবচেয়ে বেশি ইউএপিএ মামলা নথিভুক্ত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে।

সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে, সবচেয়ে বেশি দাঙ্গার ঘটনাও ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরে। ওই রাজ্যে ২০২১ সালে ৭৫১টি দাঙ্গার মামলা নথিভুক্ত হয়।

অন্যদিকে জননিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলার সংখ্যা ২০১৯ এর তুলনায় কমেছে। ওই আইনে ২০১৯ সালে ৬৯৯টি মামলা হয়েছিল, তবে ২০২০ সালে তা কমে ১৬০-এ, আর ২০২১ সালে আরও কমে ৯৫টি মামলা হয়েছে।

কাশ্মীরে মানবাধিকারের মামলা লড়ছেন এমন অনেক আইনজীবী বলেছেন, ২০১৯ সাল থেকে একটা যেন স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জননিরাপত্তা আইন অনুযায়ী সাজা খাটছেন, এমন কারও মামলা যদি হাইকোর্ট বাতিল করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দিয়ে দেওয়া হয়। এরফলে ওই ব্যক্তি জেলেই থাকতে বাধ্য হন।

এভাবে, একবার কেউ যদি ফেঁসে যান, তার পক্ষে জেল থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

আবার বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থাগুলি একযোগে পিএসএ আর ইউএপিএ ব্যবহার করে থাকে।

জননিরাপত্তা আইন অর্থাৎ পিএসএ ১৯৭৮ সালে শেখ আবদুল্লার সরকার নিয়ে এসেছিল। এই আইন করা হয়েছিল কাঠ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু ৯০-এর দশকে যখন কাশ্মীরে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বাড়তে থাকে, তখন এই আইনটি ‘দেশ বিরোধী’ কার্যকলাপে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা শুরু হয়।

পিএসএ আইনে যে কোনো অভিযুক্তকে কোনো বিচার ছাড়াই দুই বছর জেলে রাখা যায়।

একই সঙ্গে ইউএপিএর ক্ষেত্রে যে কোনও অভিযুক্তকে বছরের পর বছর বিনা বিচারে জেলে রাখা যায়। এই আইনের ধারাগুলি এতটাই জটিল যে অভিযুক্তদের জামিন পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না বললেই চলে।

গান্দেরবালের এক বাসিন্দা বলেছেন, মানুষের মধ্যে পিএসএ এবং ইউএপিএ নিয়ে এত ভয় যে আপনি তাদের মতামত জানতে চাইলে তারা কিছু বলতে চায় না। সাংবাদিক ও মানবাধিকার আইনজীবীদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়, পরে মামলা যদি না ও করা হয়, তবুও প্রশাসনের বিরুদ্ধে কিছু লেখা বা বলার ব্যাপারে তাদের মনে একটা ভয় ঢুকে যায়। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কী প্রতিবাদ করবে বলুন?

কাশ্মীরীদের একটা অংশ আবার বিশ্বাস করে যে সত্যিই বাস্তব পরিস্থিতির অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তারা একই সঙ্গে একথাও বলেন যে ৩৭০ ধারা তুলে না দিয়েও এই বদলটা ঘটানো সম্ভব ছিল।

শ্রীনগরের বাসিন্দা, ৩৫ বছর বয়সী এক নারী বলছিলেন, কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে, তবে ৩৭০ ধারা না সরালেও এটাই ঘটার ছিল। কাশ্মীরে যে উত্তেজনা থাকত সবসময়ে, সেটা কমেছে। যখন আমরা বাড়ি থেকে বের হই তখন আর সংঘর্ষের খবর আসে না। কিছুটা হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে, কিন্তু এর জন্য আমাদের পরিচয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

হিজাব নিয়ে আবারো ইরানের নৈতিকতা পুলিশের টহল শুরু

তেহরান ঃ ইরানের নারীদের হিজাব পরা নিশ্চিত করতে আবারো বিতর্কিত টহল দেয়ার কাজ শুরু করতে যাচ্ছে সেদেশের পুলিশ। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম এই তথ্য জানিয়েছে। রোববার পুলিশের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইরানের হিজাব আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে মোরালিটি পুলিশ বা নৈতিকতা রক্ষা পুলিশ আবার রাস্তায় রাস্তায় টহল দেবে। প্রায় ১০ মাস আগে হিজাব আইন ভঙ্গের অভিযোগে তেহরানে পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর মারা গিয়েছিল মাশা আমিনি। সেই মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভের তৈরি হয়। এরপর ইরানের নৈতিকতা রক্ষা পুলিশের টহল কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছিল।

তবে কঠোর ইসলামপন্থীরা বরাবরই দাবি করছিলেন যেন, নৈতিকতা পুলিশের টহল কার্যক্রম যেন আবার শুরু করা হয়।

ইরানের শরিয়া নির্ভর আইন অনুযায়ী, সেদেশের মেয়ে বা নারীদের অবশ্যই মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় এবং শরীর ঢেকে রাখা লম্বা, ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হয়।

এসব নিয়মকানুন যেন সবাই মেনে চলে, সেটা দেখার দায়িত্ব ইরানের নৈতিকতা রক্ষা পুলিশের। কেউ যদি আইন বিরোধী পোশাক পরে, তাহলে তাকে আটক করার ক্ষমতাও তাদের দেয়া হয়েছে। ইরানের কট্টরপন্থী বার্তা সংস্থা তাসনিমে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে পুলিশের মুখপাত্র সায়েদ মোন্তাজেরলমাহদি বলেছেন, যারা পুরোপুরি আইন মেনে পোশাক পরবে না, টহল দেয়ার সময় প্রথমে তাদের সতর্ক করে দেবে পুলিশের সদস্যরা। তারপরেও তারা যদি নির্দেশনা না মানে, তাহলে পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে, তিনি বলেছেন। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ২২ বছর বয়সী মাশা আমিনি যখন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রাজধানী তেহরানে এসেছিলেন, ঠিক মতো হিজাব না পরার অভিযোগ তুলে তাকে নৈতিকতা রক্ষা পুলিশ আটক করে।

তাকে ‘শিক্ষা দেয়ার জন্য’ একটি আটক কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পরে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

সেই সময় অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, পুলিশের কর্মকর্তারা লাঠি দিয়ে মাশা আমিনির মাথায় আঘাত করেছে এবং তাদের গাড়িতে মাথা ঠুকিয়েছে।

সেই মৃত্যুর ঘটনায় ইরানের লাখ লাখ মানুষ পুরো দেশ জুড়ে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করে, যাতে অন্তত ৬০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, যার মধ্যে সরকারিভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া মানুষজনও রয়েছে।

কয়েকমাস ধরে চলা সেই বিক্ষোভের সময় নারীরা হিজাব পরা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছিল।

ইরানে ১৯৭৯ সালের ইসলামির বিপ্লবের পর সেটাই ছিল সেদেশের ধর্ম নেতাদের শাসনকে চ্যালেঞ্জ করা সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ।

সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, সাধারণ জনসমাগমের স্থানগুলোতে নারীদের হিজাব না পরার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। ইরানের কর্মকর্তারা এর পাল্টা ব্যবস্থা নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা চালু করে, যার মধ্যে রয়েছে হিজাব আইন মেনে ব্যবসা করা না হলে, সেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া।

যদিও ইরানের অসংখ্য মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে, কিন্তু এখনো কেউ কেউ পোশাক আইন সমর্থনও করেন।

এই বছরের শুরুতে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হিজাব পরেনি, এমন দুজন নারীর দিকে দইয়ের কাপ ছুড়ে মারছে একজন ব্যক্তি।

আশেপাশের উপস্থিত ব্যক্তিরা তার ওই আচরণের প্রতিবাদ করেন। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সঙ্গে ওই দুই নারীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ইরানে ইসলামিক বিপ্লবের পর থেকেই পোশাক সংক্রান্ত নানা ধরনের সামাজিক বিধিনিষেধ বা মোরাল পুলিশিং করা হয় দেশটিতে। সর্বশেষ এই নৈতিকতা পুলিশের নাম ঘাশতই ইরশাদ বা নীতিমালা টহলদার, যারা ২০০৬ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে।

সেখানে মোট কতজন নারী ও পুরুষ নিয়োজিত রয়েছে, তা পরিষ্কার নয়। কিন্তু তাদের অস্ত্র এবং আটক কেন্দ্র রয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় ‘পুনঃ শিক্ষা কেন্দ্র’।

বিক্ষোভকারীদের ওপর ইরানের সহিংস দমন পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় গতবছর যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো ইরানের ওপর নৈতিকতা রক্ষা পুলিশ এবং শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

‘খাটের ওপরে, নীচে, ডানেবামে সবদিকে ডেঙ্গু রোগী’

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগ জরুরি জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির পর্যায়ে চলে গেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করলেও, এখনো সেই সময় আসেনি বলে মনে করছে স্বাস্থ্য বিভাগ। তবে সরকারের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছেন, জরুরি পরিস্থিতি জারির বিষয়টি তারা পর্যালোচনা করছেন। গত দুই মাস ধরেই বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। এর মধ্যেই হাসপাতালগুলোয় ভর্তি রোগীর সংখ্যা ২০ হাজার আর মৃত্যুর সংখ্যা শতাধিক ছাড়িয়ে গেছে। দেশের ৬৩টি জেলায় ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ১৪২৪ জন আর মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এদের বেশিরভাগ আক্রান্ত হয়েছে ঢাকা শহর এলাকায়। এই বছর বাংলাদেশে মোট আক্রান্ত হয়েছে ২০ হাজার ৮৭৮ জন আর মৃত্যু হয়েছে ১০৬ জনের। এমন প্রেক্ষাপটে রোববার ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। রোববার ঢাকার মুগদা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি সেমিনার হয়। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মুশতাক হোসেন ঐ সেমিনারে বলেছেন, ডেঙ্গুর চারটি ধরনেই মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এখন দেশে ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতি চলছে, যা জাতীয় উদ্বেগের কারণ হয়েছে উঠেছে।’’ তিনি বলেন, এক সময় ডেঙ্গু রোগটি মৌসুমি রোগ বলে মনে করা হলেও গত দুই বছর ধরে সেখানে ভিন্ন পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে গত বছর এবং এই বছরের মধ্যে ডেঙ্গুর বিস্তারে আসলে কোন বিরতি ছিল না। বিশেষ করে শহর এলাকায় এই অবস্থার সবচেয়ে বেশি খারাপ হয়েছে। তিনি মনে করেন, এখনি এটিকে জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করে কোভিড মোকাবিলার মতো করে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বামী আজিম মিয়াকে নিয়ে ভর্তি রয়েছেন মনোয়ারা বেগম। তিনি বলছেন, ‘‘খাটের ওপরে, নীচে, ডাইনেবামে সবদিকে ডেঙ্গু রোগী। তিনদিন হইলো স্বামীরে এখানে ভর্তি করছি। ডাক্তার স্যালাইন আর ওষুধ দিছে, জ্বর একটু কমছে।’’ তবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগ মনে করছে, ডেঙ্গুর বিস্তার ঘটলেও এখনো দেশে জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করার মতো সময় আসেনি। তবে সেই বিষয়েও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। রোববার ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে একটি ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশর স্বাস্থ্য বিভাগ। সেখানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম বলেন, ‘‘পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি ঘোষণার সময় এখনো আসেনি। যখন করোনা ছিল, তখন এটা করা হয়েছিল।